ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স
(লেভেল-১, ২য় ব্যাচ-(ক্লাস-৪)
বিষয়: কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার
সহায়ক বিষয় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

- কোনটি সঠিক? প্রচলিত মতে- কুরআনের অর্থ করা বা জানার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের-
  ১. সামান্য জ্ঞান থাকলে চলবে   ২. মধ্যম ধরনের জ্ঞান থাকলে চলবে
  ৩. গভীর জ্ঞান থাকতে হবে   ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? প্রচলিত মতে- কুরআনের ব্যাখ্যা করা বা জানার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের-
  ১. গভীর জ্ঞান থাকতে হবে   ২. মধ্যম জ্ঞান থাকলে চলবে
  ৩. গভীরতম জ্ঞান থাকতে হবে   ৪. বলা কঠিন

প্রচলিত ধারণার দলিল

❖ গ্রন্থ-১

❑ কান্জুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল, উসূলি ফিকাহ লি আবু হুরায়রা ও আল মিলাল ওয়ান নিহাল

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) ইমাম বাগাবী (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত শর্তগুলোর একটিও কম থাকবে, তার জন্য কোনো মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করা ব্যতীত অন্য পথ নেই।

১. কুরআনের সকল আয়াত নাযিল হওয়ার সময়কালের জ্ঞান
২. নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞানা
৩. মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) আয়াতসমূহর জানা
৪. মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের জানা
৫. পুরো কুরআনের ব্যাখ্যায় রাসূল (স.)-এর রেখে যাওয়া দশ লক্ষ হাদীস সনদের ভিন্নতাসহ জানা আবশ্যক। কমপক্ষে যে সকল হাদীস দ্বারা শরিয়তের বিধি-বিধান সাবস্ত হয় সেসব হাদীস সনদ, মতন ও রাবীদের জীবন ইতিহাসসহ মুখস্ত থাকা।
৬. আরবী ভাষা সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হওয়া
৭. আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্দিষ্ট দ্বারা বিশষভাবে ভূষিত হওয়া
৮. প্রখর স্মরণশক্তি ও জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া
৯. ইজতিহাদ ও মাসআলা চয়নের নীতিমালা সমূহের ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা।

(১. কান্জুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল-২৭০, ২. উসূলি ফিকাহ লি আবু হুরায়রা-২৩৬, ৩. আল মালাল ওয়ান নাহাল-১/২০০, মিশরী ছাপা)

পর্যালোচনা : তাকলীদ অর্থ অন্ধ-অনুসরণ।

তাই, আলোচ্য গ্রন্থে উল্লিখিত বক্তব্যের শিক্ষা হলো- যার মধ্যে উল্লিখিত শর্তগুলোর একটিও কম আছে তার নিজের কুরআনের ব্যাখ্যা বা অর্থ করা দূরের কথা অন্যের করা ব্যাখ্যা বা অর্থ বোঝার চেষ্টা থেকেও দূরে থাকতে হবে।

- কোনটি সঠিক?এগুলো কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা করা বা জানা-বোঝার মূলনীতি হলে পৃথিবীতে কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে-

  ১. অনেক মানুষ ২. সাহাবীগণ ৩. শুধু রাসূল (স.) ৪. বলা কঠিন

❖ গ্রন্থ-২

- মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন

১. সহীহ আকীদা সম্পন্ন হওয়া
২. প্রবৃত্তির অনুগামী না হওয়া
৩. ইলমুল তাওহীদ জানা
৪. ইলমুল আকায়েদ জানা
৫. কুরআনের ব্যাখ্যা প্রথমত কুরআন দিয়ে করা
৬. এরপর কুরআনের ব্যাখ্যা হাদিসে খোঁজ করা, কারণ তা কুরআনের সরাসরি ব্যাখ্যা
৭. এরপর সুন্নাহয় ব্যাখ্যা না পেলে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা খোঁজা
৮. কুরআন সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা না পেলে তাবেয়ীদের বক্তব্য দেখা
৯. আরবী ভাষাতত্ত্বে পণ্ডিত হওয়া
১০. ইসলামী আইনতত্ত্ব (ফিকহ) জানা
১১. কুরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট জানা
১২. নাসিখ-মানসুখ জানা
১৩. মুহকাম মুতাশাবেহাহ জানা
১৪. ইলমুল ক্বিরাত জানা
১৫. কুরআনের সাথে সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান জানা
১৬. একটি অর্থকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দান ও একাধিক অর্থ থেকে একটি অর্থ বিশ্লেষণ করে বের করার মত সূক্ষ্ম জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।

(কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি, মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, মান্না' আল কাত্তান, পৃষ্ঠা- ৩২১)

❖ পর্যালোচনা :

আলোচ্য গ্রন্থে ১৫টি বিষয়কে কুরআন ব্যাখ্যা করার মূলনীতি বলা হয়েছে। নবী-রাসুল ভিন্ন অন্যকোন মানুষের উল্লিখিত ১৫টি দৃষ্টিকোণের জ্ঞান বা যোগ্যতা থাকা সম্ভব নয়। অর্থাৎ উল্লিখিত ১৫টি বিষয়ের জ্ঞান বা যোগ্যতা ব্যবহার করে কুরআনের তাফসীর করার কোন মানুষ পৃথিবীতে নেই।

❖ গ্রন্থ-৩

❑ আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন

১. সহীহ আকীদা
২. সহীহ নিয়্যত
৩. নবীর সুন্নাত ও সাহাবাদের কর্মপদ্ধতির ধারণা
৪. আরবী ভাষার জ্ঞান ও শৈলী
৫. শানে নযুল
৬. কুরআনের একত্রায়ন ও তারতীব।
৭. মাক্কী মাদানী সূরা
৮. নাসিখ-মানসূখ
৯. মুহকাম মুতাশাবিহ
১০. উসূলে হাদীসের জ্ঞান
১১. উসূলে ফিকহের জ্ঞান ইত্যাদি

আস-সুয়ূতী, আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন (মিশর : আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাতু লিল কিতাব, ১৯৭৪ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২০০-২৩০

❖ গ্রন্থ-৪

❑ মাজহাবু আহলুস সুন্নাহ ফীত তাফসীর

১. আরবী ভাষা- ইলমুন নাহু, ইলমুস সরফ, ইলমুল ইশতিক্বাক, ইলমুল বালাগাত, ইলমুল কিরাআত
২. উসূলুদ্দীন- কুরআনের আয়াত থেকে হালাল হারাম বের করার যোগ্যতা
৩. উসূলুল ফিকহ
৪. শানে নযুল ও ক্বাসাস
৫. নাসিখ-মানসূখ।
৬. হাদীসের জ্ঞান ও হাদীসের ইমাম হওয়া
৭. আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব
৮. সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা, ৯. আধুনিক যুগের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা ১০. ইত্যাদি।

আহমাদ বাঝায়ী আদ-দাওয়ায়ী, মাজহাবু আহলুস সুন্নাহ ফীত তাফসীর, পৃ. ৫-৭।

আল কুরআনের অর্থ জানার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য

❖ Common sense

➕ তথ্য-১

➕ কোনটি সঠিক? কুরআন আরবী ভাষায় লেখা। তাই সরাসরি আরবী কুরআন পড়ে আল কুরআনের সরল অর্থ জানতে হলে আরবী ভাষা ও গ্রামারের-

১. অবশ্যই ভালো জ্ঞান থাকতে হবে　　২. জ্ঞান থাকা দরকার নেই
৩. সামান্য জ্ঞান থাকলে চলবে　　৪. বলা কঠিন

তথ্য-২

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল বড় ভাষায় কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ বের হয়ে গেছে। তাই বর্তমানে আল কুরআনের অর্থ জানার অপূর্ব এক সহায়ক বিষয় মানবতার সামনে উপস্থিত আছে। পৃথিবীর যে কেউ তার মাতৃভাষায় লেখা একটি ভালো অনুবাদ যদি মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়ে নেয়, তবে সে কুরআনের ভালো অর্থ জেনে নিতে পারবে। আর পাঠকের যদি কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন উদ্ভাবিত কুরআনের জ্ঞান অর্জনের অতি সহজ ৯টি মূলনীতির অন্তত ১নম্বরটি (আল কুরআনে কোন পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই) জানা থাকে তবে তিনি অনুবাদে কোন ভুল থাকলেও তা থেকে নিজেকে রক্ষা করতেও সক্ষম হবেন। ১নম্বর মূলনীতিটি মুসলিম বিশ্বের প্রচলিত কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতিতে নেই। পক্ষান্তরে সেখানে ১নং মূলনীতির বিপরীত কথা (নাসিখ-মানসুখ/কুরআনের আয়াত রহিত করন) আছে।

তথ্য-৩

একটি সত্য উদাহরণ

IERF (Integrated Education and Research Foundation) মু'জামুল কুরআন নামের ভালো একটি অনুবাদ গ্রন্থ বের করেছে। অনুবাদখানির প্রাথমিক প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণ বের হয়েছে যথাক্রমে আগষ্ট ২০১০ ও অক্টোবর ২০১২ সালে। অনুবাদখানি রচনায় যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে বিভিন্ন পেশার লোকসহ আরবী ভাষা ও গ্রামারের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান রাখা ব্যক্তিগণও ছিলেন। ঐ ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন হলেন প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর। ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে তিনি আমার সহকর্মী ছিলেন। অনুবাদখানির প্রাথমিক প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণে, রচনায় অবদান রাখার ভিত্তিতে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের নাম সম্পাদনা পরিষদের তালিকায় ২য় অবস্থানে রাখা হয়েছে।

অনুবাদখানি রচনায় ভূমিকা রাখার সময়কালে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর কুরআন পড়তে পারতেন না জানতে চাওয়ায়, অনুবাদখানি রচনায় ভুমিকা রাখা ব্যক্তিগণ আমাকে বলেছেন- সম্পাদনায় ভুমিকা রাখার কারণে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের নাম ১ম অবস্থানে রাখার প্রস্তাব উঠেছিলো। কিন্তু কুরআন পড়তে পারেননা বলে তাঁর নামটি ২য় অবস্থানে রাখা হয়। প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর যেভাবে অনুবাদখানি প্রনয়ণে ভূমিকা রেখেছিলেন-

সম্পাদনা পরিষদ যখন একটি আয়াতের অর্থ লিখেন তখন তিনি বলেন, আয়াতখানির এ অর্থ সঠিক নয়। কারণ, আপনাদের কৃত অর্থ অমুক সুরার অমুক আয়াতের বিপরীত। সম্পাদনা পরিষদ তখন পর্যালোচনা করে দেখতে পান প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের কথা সঠিক । আরবী ভাষার নিরক্ষর (উম্মি) প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর যেভাবে এ অসাধ্য সাধন করেছিলেন-

১. সম্পাদনায় ভুমিকা রাখার পূর্বে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের আল কুরআনের একটি সাধারণ অনুবাদ গ্রন্থ ২৫-২৬ বার খতম দেয়া ছিল

২. কুরআনের জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত মূলনীতির ১নংটি (কুরআনে কোন পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই) জানা ছিল।

আল কুরআন

তথ্য-১

কুরআনের কোথাও সরাসরি বলা হয়নি যে-

১.কুরআনের অর্থ জানতে-বুঝতে হলে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ জানতে হবে।
২.আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তি কুরআন জানা-বোঝার চেষ্টা করলে পথভ্রষ্ট হবে।

তথ্য-২

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

অনুবাদ : আরবী ভাষার এই কুরআনে কোনো বক্রতা (কূটনীতি) নেই, যাতে (সহজে) তারা (মানুষ) আল্লাহ-সচেতন (মুত্তাকী) হতে পারে। (সুরা যুমার/৩৯ : ২৮)

وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

অনুবাদ : আর এভাবেই আমরা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবীতে এবং তাতে বিভিন্নভাবে সতর্ক বার্তা বর্ণনা করেছি; যাতে তারা (আল্লাহ) সচেতন হয় অথবা এটা তাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়/তথ্য সরবরাহ করে। (সুরা ত্বাহা/২০ : ১১২)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

অনুবাদ : নিশ্চয় আমরা এটিকে (কুরআনকে) আরবী ভাষার কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে (তা অধ্যয়ন করে) তোমরা কমনসেন্স-কে (উৎকর্ষিত করে) ব্যবহার করতে পারো। (সুরা ইউসুফ/১২ : ২, সুরা যুখরূফ/৪৩ : ৩)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ সকল আয়াত এবং এ ধরনের আরো আয়াতে দেখা যায়-

১.মহান আল্লাহ কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহনের জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গুরুত্বের বিষয়টি 'কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে'- ধরনের কথার মাধ্যমে জানিয়েছেন।

২.আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ না জানা ব্যক্তি, অনুবাদ পড়ে কুরআন জানা-বোঝার চেষ্টা করলে পথভ্রষ্ট হবে, এমন বক্তব্য কুরআনে সরাসরিভাবে নেই।
তাই কুরআনের আলোকে বলা যায়-
১.আরবী কুরআন সরাসরি পড়ে অর্থ জানতে, বুঝতে বা লিখতে চাইলে অবশ্যই আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।
২.অনুবাদ গ্রন্থ পড়ে আল কুরআনের অর্থ জানা-বোঝা সম্ভব।

আল হাদীস
রাসুল (স.)-এর একটি হাদীসও নেই যেখানে তিনি সরাসরি বলেছেনÑ
১.কুরআনের অর্থ জানতে-বুঝতে হলে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ জানতে হবে।
২.আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তি কুরআন জানা-বোঝার চেষ্টা করলে পথভ্রষ্ট হবে।
তাই হাদীসের আলোকেও বলা যায়-
১.আরবী কুরআন সরাসরি পড়ে অর্থ জানতে, বুঝতে বা লিখতে চাইলে অবশ্যই আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।
২.অনুবাদ গ্রন্থ পড়ে আল কুরআনের অর্থ জানা-বোঝা সম্ভব।

আল কুরআনের অর্থ জানার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত নায়

কুরআন, হাদীস ও ঈড়সসড়হ ংবহংব-এর উল্লিখিত তথ্য সমূহের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ও সার্বিকভাবে যে কথা বলা যায়-

১. আরবী কুরআন সরাসরি পড়ে অর্থ জানতে, বুঝতে বা লিখতে চাইলে অবশ্যই আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।
২. অনুবাদ গ্রন্থ পড়েও কুরআনের অর্থ জানা-বোঝা খুবই সম্ভব।
৩. কুরআনের জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত মূলনীতির অন্তত ১নম্বরটি (কুরআনে কোন পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই) জানা থাকলে অনুবাদের ভুল থেকে নিজেকে রক্ষা করাও সম্ভব। তবে ২টি কথা সকল মুসলিমকে মনে রাখতে হবে-

১. সকল মুসলিমকে কুরআনের সহীহ তিলাওয়াত শেখার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। কারণ, একজন মুসলিমকে সালাতে বাধ্যতামূলকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়।
২. যারা জীবন-জীবিকার জন্য মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষাও শিখেছে তাদের কুরআন সরাসরি পড়ে অর্থ বুঝতে পারার জন্য কুরআনিক আরবী ব্যাকরণ জানার চেষ্টা না করলে জবাবদিহি করতে হবে। এটি বোঝা কঠিন নয়।

কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, উদাহরণ, কমনসেন্স ও সাধনার গ্রহনযোগ্যতা ও গুরুত্ব পর্যালোচনা

কোনটি সঠিক? কুরআনের সরল অর্থ জানলে কুরআনের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জিত-
১. হয়ে যায় ২. অবশ্যই হয়না ৩. হয় না ৪. বলা কঠিন

উদাহরণ- 'আকিমুস্ সালাত'
'আকিমুস্ সালাত'-এর সরল অর্থ- 'সালাত প্রতিষ্ঠা করো'

কিন্তু 'আকিমুস্ সালাত'-এর সরল অর্থটি জানলে 'আকিমুস্ সালাত'-এর ব্যাখ্যার কিছুই বোঝা হয়না। 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' বাক্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা- সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। তাই, কুরআনের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হলে কুরআনের অনেক বক্তব্যের ব্যাখ্যা বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজন।

কুরআন ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় কী কী- কুরআন, সুন্নাহ ও কমনসেন্স-এর তথ্যের আলোকে তা সহজে জানা যায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়- কুরআন ও সুন্নায় থাকা ঐ সহায়ক বিষয়কে বর্তমান ও নিকট অতীতের মুসলিমরা মোটেই কাজে লাগায়নি। তাই, ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে বর্তমান মুসলিমদের ধারণা কুরআনের প্রকৃত বক্তব্য থেকে বহু দূরে।

কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গ্রহনযোগ্যতা ও গুরুত্ব পর্যালোচনা

প্রচলিত ধারণা- কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝা বা করার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞান থাকতে হবে।

Common sense

একটি সত্য উদাহরণ

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন-আল কুরআনযুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ নামের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর প্রকাশ করেছে। (প্রথম প্রকাশ ২০১৪ সালের রামাদান মাসে)। আমাদের জানা মতে 'যুগের জ্ঞানের আলোকে কুরআনের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর' পৃথিবীতে এটিই প্রথম। অনুবাদখানিতে এমন অনেক তথ্য আছে যা অন্য অনুবাদে নেই। কিন্তু তা সঠিক, বাস্তব ও বিজ্ঞান সম্মত। অনুবাদখানি রচনায় প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান সবচেয়ে বেশী ভূমিকা রেখেছেন। অনুবাদ রচনা করার সময়- প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমানের আরবী গ্রামারের জ্ঞান ছিল অতি সামান্য। প্রধানত অন্য একটি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে তিনি যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর গ্রন্থখানি রচনায় ভূমিকা রেখেছেন।

- কোনটি সঠিক? এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের-

  ১. গভীরতম জ্ঞান থাকতে হবে ২. সামান্য জ্ঞান থাকা যথেষ্ট
  ৩. কোনো জ্ঞান থাকা দরকার নেই ৪. বলা কঠিন

আল কুরআন

তথ্য-১

আল কুরআনের কোথাও সরাসরিভাবে বলা নাই যে-

১. কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম বা সাধারণ জ্ঞান থাকতে হবে।
২. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম বা সাধারণ জ্ঞান না থাকা ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যা-বোঝার চেষ্টা করলে পথভ্রষ্ট হবে।

তথ্য-

কুরআন অনুযায়ী কুরআনের জ্ঞানার্জন করা সকল মুসলিমের জন্য ফরজ (বাধ্যতামূলক)।

- কোনটি সঠিক? যে প্রধান শিক্ষক এম এ ক্লাসের বই পড়া, ক্লাস ওয়ানের ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয় সে প্রধান শিক্ষক-

  ১. খুব জ্ঞানী ব্যক্ত ২. পাগল ৩. মনে হয় পাগল ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞান থাকা লাগলে অধিকাংশ অনারব, এমনকি সাধারণ আরব মুসলিদের কুরআনের প্রকৃত জ্ঞানার্জন করা সম্ভব-

১. হতো না ২. হতো ৩. অবশ্যই হতো না ৪. বলা কঠিন

তাই, 'কুরআনের জ্ঞানার্জন করা সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক বিধানটি দেওয়ার কারণে মহান আল্লাহকে পাগল বলতে হবে (নায়ুযু বিল্লাহ)।

- কোনটি সঠিক? কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গভীরতম জ্ঞান থাকতে হবে প্রচারনাটি-
  ১. অবশ্যই সঠিক নয় ২. সঠিক ৩. সঠিক নয় ৪. বলা কঠিন

❖ তথ্য-৩

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

অনুবাদ: আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যেরে অতিরিক্ত (বোঝা) চাপিয়ে দেননা। (আল বাকারা/২ : ২৮৬)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ .

অনুবাদ: আমি কুরআনকে, শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সহজ করেছি। তাই, (কুরআন) শিক্ষার জন্য (অনারব বা আরব) কেউ আছো কী? (আল ক্বামার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

فَإِنَّمَا يَسَّرْنهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

অনুবাদ: আর একে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় (আরবী ভাষায়) সহজ করা হয়েছে যেন (অনারব বা আরব) সকলে তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। (আদ দোখান/৪৪ : ৫৮)

فَإِنَّمَا يَسَّرْنهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَ تُنْذِرَبِه قَوْمًا لُّدًّا

অনুবাদ: অতএব একে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় সহজ করা হয়েছে যেনো (অনারব বা আরব) আল্লাহ-সচেতন (মুত্তাকী) ব্যক্তিদের সুসংবাদ দিতে এবং কলহকারীদের সতর্ক করতে পারো। (সূরা মরিয়ম/১৯ : ৯৭)

❖ কোনটি সঠিক? এ সকল আয়াতের আলোকে, কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গভীরতম জ্ঞান থাকতে হবে প্রচারনাটি-
১. অবশ্যই সঠিক নয় ২. সঠিক ৩. সঠিক নয় ৪. বলা কঠিন

❖ তথ্য-৪

মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক হওয়ার প্রমাণ কী?

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ

অনুবাদ: তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে (বিভিন্ন দিক দিয়ে) অধিক মর্যাদা (সুযোগ-সুবিধা) দিয়েছেন, যেনো যাকে যা দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা (বিচার) করতে পারেন। (আল আন'আম/৬ : ১৬৫)

- কোনটি সঠিক? কুরআন জানা ও বোঝার ব্যাপারে জন্মগতভাবে-
  ১. আরব ও অনারব মুসলিমরা অভিন্ন অবস্থানে আছে
  ২. অনারবরা মুসলিমরা অনেক অসুবিধাজনক অবস্থানে আছে
  ৩. কোনটি সঠিক নয়

৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গভীরতম জ্ঞান লাগলে আয়াতটি অনুযায়ি অনারব মুসলিমদের ইসলাম অমান্য করার সুযোগ-

  ১. অনেক বেড়ে যাবে ২. কমে যাবে ৩. কিছুই ঘটবে না ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? আয়াতখানি অনুযায়ী, কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গভীরতম জ্ঞান থাকতে হবে প্রচারনাটি-

  ১. অবশ্যই সঠিক নয় ২. সঠিক ৩. সঠিক নয় ৪. বলা কঠিন

❖ তথ্য-৫

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন

তথ্যটি কুরআন থেকে জানা যায় এভাবে-

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

অনুবাদ: এটি আরবী ভাষার, অধ্যয়ন দাবিকৃত একটি গ্রন্থ, যার আয়াতসমূহ খুলে খুলে (ব্যাখ্যাসহ) বর্ণিত জ্ঞান থাকা সম্প্রদায়ের জন্য। (হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩)

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ

অনুবাদ: আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যাতে একই বিষয় (ভিন্ন আঙ্গিকে/ব্যাখ্যামূলকভাবে) বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। (আয যুমার/৩৯ : ২৩)

কিন্তু মহান আল্লাহ কুরআনের একটি স্থানেও আরবী ব্যাকরণের সাহায্যে শব্দের তাহকীক করার মাধ্যমে কুরআনকে ব্যাখ্যা করেননি।

- কোনটি সঠিক? এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গভীরতম জ্ঞান থাকতে হবে কথাটি –

  ১. সঠিক ২. অবশ্যই সঠিক নয় ৩. মনে হয় সঠিক ৪. বলা কঠিন

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

❖ হাদীস-১ (হাদীস না থাকা)

হাদীসগ্রন্থসমূহে একটি হাদীসও নেই যা থেকে জানা যায়- রাসূল (সা.) নিজে আরবী গ্রামারের মাধ্যমে কুরআনকে ব্যাখ্যা করেছেন বা অন্য কাউকে ব্যাখ্যা করতে বলেছেন।

- কোনটি সঠিক? এ তথ্যের আলোকে, কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গভীরতম জ্ঞান থাকতে হবে কথাটি –

  ১. সঠিক ২. অবশ্যই সঠিক নয় ৩. মনে হয় সঠিক ৪. বলা কঠিন

❖ হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم : عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا، عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ - مَرَّتَيْنِ -.

অনুবাদ: ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবদুর রাজ্জাক থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন-

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা শিক্ষা দাও ও সহজ করো এবং কঠিন করোনা। আর তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়লে নীরবতা অবলম্বন করো, আর তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়লে নীরবতা অবলম্বন করো, আর তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়লে নীরবতা অবলম্বন করো।

- মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.), مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব), হাদীস নং ২৫৫৬, পৃ. ৪৯২।

কোনটি সঠিক? হাদীসটির আলোকে, কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গভীরতম জ্ঞান থাকতে হবে কথাটি –

১. সঠিক ২. অবশ্যই সঠিক নয় ৩. মনে হয় সঠিক ৪. বলা কঠিন

❖ হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ.

অনুবাদ: ইমাম বুখারী (রহ.), আবু হুরায়রা (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুস সালাম বিন মুতাহহার থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন-

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- নিশ্চয় দ্বীন একটি সহজ বিষয়। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে কাঠিন্য (কড়াকড়ী বা বাড়াবাড়ি) করে-দ্বীন তাকে পরাজিত করে দেয়। অতএব তোমরা সহজ পন্থায় বেশী বেশী আমল করো এবং সত্যের কাছাকাছি থেকো; আর সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের শেষাংশে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর।

- সহীহ আল-বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (আল-কাহিরাহ: মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রী.), كِتَابُ الإِيمَانِ(ঈমান অধ্যায়), بَابٌ: الدِّينُ يُسْرٌ (দ্বীন সহজ পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৩৯, পৃ. ১৬।

কোনটি সঠিক? হাদীসটির আলোকে, কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গভীরতম জ্ঞান থাকতে হবে কথাটি –

১. সঠিক ২. অবশ্যই সঠিক নয় ৩. মনে হয় সঠিক ৪. বলা কঠিন

সাহাবায়ে কিরামের উদাহরণ

পৃথিবীর সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝেছিলেন তারা হলেন সাহাবীগণ। সাহাবীগণের মধ্যে হাতে গণা কয়েকজন বাদে সবাই ছিলেন নিরক্ষর। অর্থাৎ তাদের আরবী গ্রামারের কোনোই জ্ঞান ছিলোনা। আর একজন সাহাবী কুরআন ও হাদীসের অধিকাংশ বক্তব্য শুনেছেন অন্য একজন সাহাবীর নিকট থেকে। অর্থাৎ একজন নিরক্ষর আর একজন নিরক্ষের নিকট থেকে।

- কোনটি সঠিক? এ তথ্যের আলোকে, কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গভীরতম জ্ঞান থাকতে হবে কথাটি –
  ১. সঠিক ২. সঠিক নয় ৩. মনে হয় সঠিক ৪. বলা কঠিন

<u>কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে সত্য উদাহরণের গ্রহনযোগ্যতা ও গুরুত্ব পর্যালোচনা</u>

প্রচলিত কুরআন ব্যাখ্যার নীতিমালায় সত্য উদাহরণ নাই।

Common sense

- কোনটি সঠিক? বক্তব্য বুঝানোর জন্য সে উপস্থাপক অধিক ভালো, যে বেশী-
  ১. গ্রামারের মাধ্যমে বুঝাতে পারে
  ২. উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাতে পারে
  ৩. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? বক্তব্য বুঝানো তথা ব্যাখ্যা করার জন্য-
  ১. গ্রামারের গুরুত্ব অপরিসীম
  ২. উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম
  ৩. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? এ তথ্যের আলোকে, কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গভীরতম জ্ঞান থাকতে হবে কথাটি –
  ১. সঠিক ২. সঠিক নয় ৩. মনে হয় সঠিক ৪. বলা কঠিন

আল কুরআন

তথ্য-১

কুরআনের পংক্তি বা লাইনকে আল্লাহর দেয়া নাম হলো- আয়াত। কুরআনের অনেক স্থানে বৈজ্ঞানিক উদাহরণকেও আল্লাহ নাম দিয়েছেন- আয়াত।

- কোনটি সঠিক? এ তথ্য অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক উদাহরণের গুরুত্ব-
  ১. অপরিসীম ২. তেমন নয় ৩. মাঝা-মাঝি ৪. বলা কঠিন

❖ তথ্য-২

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

অনুবাদ: আর নিশ্চয় আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের উদাহরণ বর্ণনা করেছি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। (আয যুমার/৩৯ : ২৭)

ব্যাখ্যা: পর্যালোচনা করলে জানা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে যে সকল বিষয়ের উদাহরণ উল্লেখ করেছেন তা হলো-

১. সাধারণ জ্ঞান
২. মানব শরীর বিজ্ঞান
৩. প্রাণিবিজ্ঞান
৪. উদ্ভিদ বিজ্ঞান
৫. মহাকাশ বিজ্ঞান
৬. সৌর বিজ্ঞান
৭. ভূ-বিজ্ঞান
৮. জল বিজ্ঞান
৯. সাধারণ বিজ্ঞান
১০. সত্য ঘটনা (ঐতিহাসিক ও সাধারণ)
১১. সত্য কাহিনী (ঐতিহাসিক ও সাধারণ)

আয়াতখানির বক্তব্য হলো আল্লাহ কুরআনে সব ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তাই, আয়াতখানির ভিত্তিতে নিশ্চয়তাসহ বলা যায় কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিভিন্ন ধরনের সত্য উদাহরণ।

❖ তথ্য-৩

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.

অনুবাদ : আর আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সকল ধরনের উদাহরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি; কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রবণ। (আল কাহাফ/১৮ : ৫৪)

ব্যাখ্যা: আর কুরআন জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা এ কুরআনে সকল ধরনের উদাহরণের মাধ্যমে সত্য শিক্ষা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু মানুষ অনেক ব্যাপারে বিতর্কপ্রবণ। অর্থাৎ মানুষ অনেক ক্ষেত্রে উদাহরণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কুরআনের বিষয় বুঝতে ও মানতে চায় না।

❖ তথ্য-৩

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا .

অনুবাদ : আর অবশ্যই আমরা মানুষের জন্য এ কুরআনে সকল ধরনের উদাহরণ১ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অস্বীকার/অমান্য করা ছাড়া ক্ষান্ত হয় না। (বনী ইসরাইল/১৭ : ৮৯)

❖ তথ্য-৪

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ

অনুবাদ : আল্লাহ একটি উদাহরণ দিচ্ছেন- একব্যক্তি যার শরীক (প্রভু) অনেক, যারা পরস্পরবিরোধী এবং অন্য একব্যক্তি যে একজন (প্রভুর) মালিকানাধীন। দৃষ্টান্তের দিক থেকে এই দুইজন কি সমান? (সুরা যুমার/৩৯ : ২৯)

ব্যাখ্যা: এখানে সাধারণ জ্ঞানের একটি উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে।

❖ তথ্য-৫

قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ . قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.

অনুবাদ : সে বলে, কে হাড্ডিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে? বলো, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত।
(সুরা ইয়াসীন/৩৬ : ৭৮, ৭৯)

ব্যাখ্যা: এখানে মৃত্যুর পর আবার সৃষ্টি করা যে আল্লাহর পক্ষে খুব সহজ একটি বিষয় তা সাধারণ জ্ঞানের একটি যুক্তির মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

❖ তথ্য-৬

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

(আল বাকারা/২ : ২৬)
আয়াতখানির অংশ ভিত্তিক অর্থ ও ব্যাখ্যা-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণির উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেননা

ব্যাখ্যা: নিশ্চয় আল্লাহ কুরআনকে বুঝানো, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, তাঁর ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ প্রাণির উদাহরণের সাহায্য নিতে লজ্জাবোধ করেননা
শিক্ষা: কোন মানুষের কুরআন জানা, বুঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করার জন্য মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কোন ধরণের লজ্জাবোধ করা বা দুর্বলতা থাকা উচিৎ নয়।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ

অনুবাদ: অতঃপর যারা মু'মিন তারা জানে যে, নিশ্চয়ই উহা (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) তাদের রবের নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষা (নির্ভুল শিক্ষা)

ব্যাখ্যা : মু'মিনগণ নিশ্চিতভাবে জেনে নিবে যে- প্রাণী বিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বুঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের রবের কাছে থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানীক ও সাধারণ শিক্ষা।
কুরআন সম্পর্কে-
১. সূরা বাকারার ২নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই'
২. সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী'
এ আয়াতাংশে- প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'

- কোনটি সঠিক? শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে কুরআনের শিক্ষা ও প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহণের শিক্ষার-
  ১. গুরুত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই
  ২. কুরআনের শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশি
  ৩. প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহণের গুরুত্ব অনেক বেশি
  ৪. বলা কঠিন

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ

অনুবাদ: আর যারা কাফের তারা বলে- এ ধরনের (ক্ষুদ্র প্রাণির) উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ কী চান?

ব্যাখ্যা: যারা প্রাণীবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানীক ও সাধারণকে শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ

অনুবাদ: এর (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) মাধ্যমে আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, আবার অনেককে সঠিকপথে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা : প্রাণীবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানীক ও সাধারণ শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী কুরআন জানা/বোঝা/ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যদিকে প্রাণী বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানীক ও সাধারণ শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কুরআন জানা/বোঝা/ব্যাখ্যা করা বা করতে ব্যবহার করার কারণে অনেকে সঠিক পথ পায়।

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

অনুবাদ: আর ফাসিকরা (গুনাহগাররা) ব্যতীত আর কাউকে তিনি এটা (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) দিয়ে পথভ্রষ্ট করেননা।

ব্যাখ্যা: আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণীবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানীক ও সাধারণ শিক্ষাকে ব্যবহার করে কেবল গুনাহগাররা পথভ্রষ্ট হয়। পুরো আয়াতখানিতে (বাকারা/২ : ২৬)- কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের কল্যাণ ও গুরুত্ব যতো ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো- মানুষও একটি প্রাণি। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই, অন্য সৃষ্টির উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত), কুরআন বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশী কার্যকর।

❖ তথ্য-৭

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

অনুবাদ: তুমি কি লক্ষ্য করোনি আল্লাহ কীভাবে (বিভিন্ন বিষয়ে) উদাহরণ দিয়েছেন? কালিমায়ে তাইয়্যেবার (উদাহরণ হলো) উত্তম গাছ যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। (যেটি) প্রত্যেক মওসুমে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে তার ফলদান করে; আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা উদাহরণ দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করে। (সূরা ইবরাহীম/১৪ : ২৪, ২৫)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানিতে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা কালিমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণটির মাধ্যমে কালিমা তাইয়্যেবার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যা বোঝানো হয়েছে তা হলো-

১. একটি সুন্দর গাছ- কালিমা তাইয়্যেবা একটি কল্যাণময় বাক্য।

২. মূল সুদৃঢ়- কালিমা তাইয়্যেবার মূল কুরআন ও সুন্নাহ।

৩. শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত- কালিমা তাইয়্যেবার শিক্ষা বা ব্যাখ্যা ব্যাপক।

৪. প্রত্যেক মওসুমে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে ফলদান করে- কালিমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসা শিক্ষা মানুষকে নানাভাবে উপকৃত করে।

❖ তথ্য-৮

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ .

অনুবাদ: আর রাসূলগণের সংবাদসমূহ (ঘটনাসমূহ) থেকে আমি যে ঘটনা (কাহিনী) তোমার কাছে বর্ণনা করি তা দ্বারা আমি তোমার হৃদয়কে (ঈমানকে) দৃঢ় করি। আর এর (ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা) মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য তোমার কাছে এসেছে সত্য (সঠিক শিক্ষা), উপদেশ এবং স্মারক (স্মরণ রাখার বিষয়)।(আল হুদ/১১ : ১২০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানিতে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাকে বলা হয়েছে-

- সত্য শিক্ষা
- উপদেশ
- স্মরণ রাখার বিষয় তথা স্মরণ রাখা ও অনুসরণ করার বিষয়

❖ তথ্য-৯

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ .

অনুবাদ : আর অবশ্যই তোমরা তাদেরকে জেনেছো, যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করেছিল, তখন আমরা তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা ঘৃণিত বানর হয়ে যাও। অতঃপর আমরা একে সমকালীন ও পরবর্তী লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় এবং আল্লাহ- সচেতন ব্যক্তিদের জন্য উপদেশ বানিয়েছি।(সুরা বাকারাহ/২ : ৬৫, ৬৬)

ব্যাখ্যা : আয়াত দু'খানির মাধ্যমে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাকে সমকালীন ও পরবর্তী লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় এবং উপদেশ বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

❖ তথ্য-১০

আল কুরআনের কোথাও বলা হয়নি যে- কুরআন ব্যাখ্যা করার সময় আরবী গ্রামারের সাহায্য না নিলে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে। কিন্তু কুরআন ব্যাখ্যা করার সময় যে বিষয়টি ব্যবাহর না করলে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে বলে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে তার নামই প্রচলিত কুরআন ব্যাখ্যার প্রচলিতায় নীতিমালায় নেই।

11, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani (7th Floor), Insaf Barakah Hospital Complex, Moghbazar, Dhaka, Bangladesh
Phone: 88-02-9341150, Mobile: 01199-474617, E-mail: qrfbd2012@gmail.com, Web: www.qrfbd.com

সম্মিলিত শিক্ষা:

এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে সত্য উদাহরণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে-

১. সত্য উদাহরণ আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষা
২. যারা কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বুঝার জন্য সত্য উদাহরণকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির
৩. সত্য উদাহরণে আছে শিক্ষণীয় বিষয়
৪. সত্য উদাহরণের শিক্ষা হলো স্মরণ রাখার বিষয়
৫. সত্য উদাহরণ ঈমান দৃঢ় করে

অন্যদিকে কুরআন সম্পর্কিত সঠিক কথা হলো-

১. আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য/নির্ভুল শিক্ষা
২. কুরআনের আয়াতকে তুচ্ছ মনে করলে ঈমান থাকে না
৩. কুরআনের প্রতিটি আয়াতে আছে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়
৪. কুরআনের আয়াত হলো শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে স্মরণ রাখার বিষয়
৫. কুরআনের বক্তব্য ঈমান তথা বিশ্বাসকে দৃঢ় করে

একটি সত্য অন্য একটি সত্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়। কখনও বিপরীত হয়না। তাই, একটি জানা থাকলে অন্যটির ব্যাখ্যা বোঝা সহজ হয়। আর তাই-

- সত্য উদাহরণ জানা থাকলে কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝা সহজ হয়।
- কুরআন জানা থাকলে সত্য উদাহরণ বোঝা সহজ হয়।

কোনটি সঠিক? এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়, কুরআন ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব-

১. অপরিসীম ২. অনেক ৩. তেমন না ৪. অন্যকিছু

<u>চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস</u>

রাসূল (সা.) অধিকাংশ সময় উদাহরণমূলক কথার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। যেমন-

❖ হাদীস-১

রাসূল (স.)-এর প্রথম দাওয়াত

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ...عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ : يَا صَبَاحَاهْ، فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، قَالُوا : مَا لَكَ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ العَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ، أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي؟ قَالُوا : بَلَى، قَالَ : فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ : تَبًّا لَكَ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ.

অনুবাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আলী ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) একদিন সাফা পাহাড়ের ওপরে উঠলেন, অতপর বললেন : ইয়া সাবাহাহ! কুরাইশরা তাঁর কাছে সমবেত হলো এবং বললো, কী ব্যাপার? তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন-

(আচ্ছা বলোতো) আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রুবাহিনী সকাল বা সন্ধ্যায় তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত। তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করবো। তিনি বললেন, তাহলে শোনো- আমি তো তোমাদের জন্য এক আসন্ন কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী। একথা শুনে আবূ লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক। এই জন্যই কি আমাদেরকে সমবেত করেছিলে? তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন- تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ 'আবূ লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক।' (বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ৪৫২৩)

❖ হাদীস-২
মুসলিমের বৈশিষ্ট

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ...عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ المُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ. فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا : حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : هِيَ النَّخْلَةُ.

অনুবাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-

আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) একদা বললেন- গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে না। আর তা একজন মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে বলো, সেটি কী গাছ? রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমার ধারণা হলো, সেটা হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (বয়সে ছোটো হওয়ার কারণে) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কী গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ। (বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ৬১)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে খেজুর গাছ তথা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উদাহরণের ভিত্তিতে প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য কি হবে তা শেখানো (বোঝানো) হয়েছে। খেজুর গাছের পাতা ঝরেনা। তাই একজন প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হবে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও আমলে দিক থেকে সে কখনো ঝরে পড়বেনা।

কোনটি সঠিক? হাদীসখানিতে ইসলাম বোঝানোর জন্য রাসূল (স.)-
১. উদাহরণকে ব্যবহার করেছেন
২. গ্রামারকে ব্যবহার করেছেন
৩. বলা কঠিন

❖ হাদীস-২
সালাতের উদ্দেশ্য ও সালাত কায়েম করার ব্যাখ্যা

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ : ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ " قَالُوا : لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ : فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا.

অনুবাদ : ইমাম বুখারী (রহ.), আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বলা বর্ননা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইবরাহীম বিন হামজা থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন-

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন- তিনি আল্লাহ্র রসূল (স.)কে বলতে শুনেছেন- বলতো দেখি! যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার (যথাযথভাবে) গোসল করে, তাহলে কি তাঁর শরীরে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন- তাঁর শরীরে কোনো রকম ময়লা থাকবে না। তখন রসূল (স.) বললেন- এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা (মানব জীবন থেকে) ভুল/গুনাহসমুহ (الْخَطَايَا) দূর করে দেন।

সহীহ আল-বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (কায়রো: মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রী.), كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ (সালাতের সময় অধ্যায়), بَابٌ: الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ كَفَّارَةٌ(পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কাফফারা পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৫২৮, পৃ. ৭৪।

হাদীসখানির শিক্ষা-

হাদীসখানিতে শরীর-স্বাস্থ্য (চিকিৎসা বিজ্ঞান) বিষয়ক একটি উদাহাণ দিয়ে সালাতের উদ্দেশ্য ও সালাত কায়েম করার ব্যাখ্যা জানিয়ে ও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

- সঠিক না ভুল?

  অন্যায় ও অশ্লীল বিষয় হলো মানব জীবনের বড় ময়লা/অক্যাল/গুনাহ/ভুল।

  তাই, হাদীসখানির সালাত সম্পর্কিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ দু'টি শিক্ষা হলো-

১. সালাতের উদ্দেশ্য হলো- মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর করা

২. 'সালাত কায়েম করা' কথাটির ব্যাখ্যা হলো- সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম করা।

কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আকলের গ্রহনযোগ্যতা ও গুরুত্ব পর্যালোচনা

- প্রচলিত মত :

  প্রচলিত কথা হলো, কুরআন ও সুন্নাহ জানা-বোঝার জন্য আকলের কোন মূল্য নেই।

- বিভিন্ন ভাষায় আকলের প্রতি শব্দ

  আরবী : নুহা, সাফাহ ও তারক্কী।

  বাংলা : বিবেক, বোধশক্তি, কান্ডজ্ঞান, হুশ।

  ইংরেজী : **Common sense, Logic, Instinct, Conscience, Reasoning, Justification, Rationality**

❖ বাস্তবতা/যুক্তি

আকল /বিবেক হলো একটি জ্ঞানের শক্তি বা উৎস যা সকল মানুষের মধ্যে আছে।

মানুষকে- জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে প্রতিটি মুহূর্তে আকল ব্যবহার করতে হয়। অন্যকথায় আকল ব্যবহার না করে জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব। চিকিৎসা বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, ভূ-গোলসহ সকল পেশার মানুষকে তাদের পেশাগত জীবনের প্রতিমূহুর্তে আকল ব্যবহার করতে হয়। তাই, যুক্তির আলোকে সহজেই বলা যায়- বিজ্ঞানময় গ্রন্থ আল কুরআন জানা, বোঝা, বোঝানো, গবেষণা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আকলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে বা আছে।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَ نَفْسٍ وَّ مَاسَوّٰهَا .

অনুবাদ : শপথ মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মনকে) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। (সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ কসম খেয়ে তথা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে- তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- যে উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য সাধনে সঠিক/যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারার মতো গঠন দিয়ে মহান আল্লাহ মানুষের মনকে সৃষ্টি করেছেন। একটি সৃষ্টির তাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো জ্ঞান। তাই সহজে বলা যায়- আয়াতটির প্রধান শিক্ষা হলো, মানুষের মন জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি অঙ্গ।

❖ তথ্য-২

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا .

অনুবাদ : অতঃপর তাকে (মনকে) ‘ইলহাম’ করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায় (বোঝার শক্তি)। (সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৮)

ব্যাখ্যা : ‘ইলহাম’ হলো এক অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থা। তাই, আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- মহান আল্লাহ মানব ভ্রুণের মনে ‘ইলহাম’ এক অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জ্ঞানের একটি শক্তি/উৎস দিয়েছেন। যে শক্তি/উৎস বুঝতে পারে কোনটি অন্যায় ও কোনটি ন্যায়। জ্ঞানের একটি শক্তি/উৎসটিই হলো- আকল। অন্যদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো- মানুষের মন থাকে সম্মুখ ব্রেইনে। আর মনে থাকে জ্ঞান, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ , মমতা, ভালোবাসা, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদি।

❖ তথ্য-৩

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا .

অনুবাদ : অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে উৎকর্ষিত করবে।(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- যে মনে থাকা আকলকে উৎকর্ষিত করবে সে সফল হবে। ঐ সফলতার প্রধানতম কারণ হবে- যার আকল উৎকর্ষিত হবে সে কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা সহজে বুঝতে পারবে। ফলে সে কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে সফল হতে পারবে।

❖ তথ্য-৪

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّاهَا.

অনুবাদ : আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে অবদমিত করবে। (সুরা আশ্-শামস/৯১ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- যে মনে থাকা আকলকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। আর ঐ ব্যর্থতার প্রধানতম কারণ হবে- যার আকল অবদমিত হবে সে কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে পারবে না। ফলে সে কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারবে না। তাই ব্যর্থ হবে। আয়াতদু'খানিতে- আকল উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার কথাটি জানানো হলেও সেটির পদ্ধতিটি জানানো হয়নি। পৃথিবীর সকল আরবী গ্রামারের পন্ডিতগণ আরবী গ্রামারের ভিত্তিতে কিয়ামত পর্যন্ত গবেষণা করে পদ্ধতিটি বের করতে পারবেন না। কিন্তু বর্তমান যুগের যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি ঈড়সঢ়ঁঃবৎ-এর উদাহরণ সামনে থাকলে সহজেই পদ্ধতিটি জানা যায়। এটি আমরা সাধনা/তপস্যার বিভাগে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

❖ তথ্য-৫

وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ .

অনুবাদ : যারা আকল ব্যবহার করে না তাদের ওপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) ভুল চাপিয়ে দেন।
(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

একটি ব্যাখ্যা : যারা কুরআন জানা-বোঝার জন্য আকল ব্যবহার করে না আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তারা ভুল জ্ঞান লাভ করে।

সম্মিলিত শিক্ষা-
এগুলো এবং এ ধরনের বহু আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়- আল কুরআন জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করার জন্য আকলের গুরুত্ব অপরিসীম।

<u>চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস</u>

❖ হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ... ... عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ » . قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ . قَالَ : سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ .

অনবাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ সাইদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ নুমান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-

আবু সাইদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন- পূর্বদিক থেকে কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআন পড়বে (কিন্তু জন্মগতভাবে পাওয়া) জ্ঞান-বুঝের শক্তির (আকল) সাথে মিলিয়ে বুঝে নিবে না, তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে এমনভাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। এরপর তারা কিছুতেই আর দ্বীনে ফিরে আসতে পারবে না যেমনভাবে তীর পুনরায় তুণীরে ফিরে আসে না। তাঁকে বলা হলো-

তাদের আলামত কী? তিনি বললেন- তাদের আলামত হলো মাথা মুন্ডন। (বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৭১২৩)

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে এমন এক সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে যারা তীরের বেগে তথা দ্রুত গতিতে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। সে সম্প্রদায় হলো তারা যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তারা আকলের সাথে তা মিলিয়ে নেবে না। তাই, কুরআন পড়ার পর সেটিকে আকলের সাথে মিলিয়ে নেয়া বলতে কি বুঝায় তা জানা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। কারণ বিষয়টির সাথে ইসলামে থাকা না থাকা জড়িত। মাতৃভাষা আরবী হওয়ার কারণে একজন আরব কুরআন পড়লে অনুবাদ বুঝতে পারে। কিন্তু হাদীসটি অনুযায়ী সেও ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যদি আকল দিয়ে তা বুঝে না নেয়। তাই হাদীসটির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- কুরআন মুখে পড়ার পর শুধু অনুবাদ জানলে চলবে না। অনুবাদটি আকল সিদ্ধ হচ্ছে কিনা সেটিও দেখতে হবে। এর কারণ হলো- অনুবাদটি যদি আকল সিদ্ধ না হয় তবে সেটির প্রতি ব্যক্তির বিশ্বাস দৃঢ় হবে না। ফলে ইবলিস ধোকা দিয়ে, সহজে তাকে কুরআনের বিপরীত কথা গ্রহন করাতে পারবে। আর এ কারণে সে ইসলাম থেকে দ্রুত বেগে বের হয়ে যাবে। আয়াতের বক্তব্যকে আকলের রায়ের সাথে মেলানোর পদ্ধতি হবে-

১. আকলকে জাগতিক জ্ঞানের মাধ্যমে উৎকর্ষিত করা।
২. আরবী অভিধানে আয়াতে থাকা মূল (কবু) শব্দটি/শব্দগুলোর বিকল্প অর্থ থাকলে তা পর্যালোচনা করা।

তাই হাদীসটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- আকল/ কমনসেন্স, কুরআন জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

❖ হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ...عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ، فَقَالَ : سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) উসাইর বিন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবি শাইবাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-

উসাইর বিন আমর (রা.) বলেন, আমি সাহল বিন হুনাইফকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী (স.)-কে খারেজীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন? তখন সাহল বিন হুনাইফ বললেনÑ তাঁকে হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে বলতে শুনেছি, এরা এমন এক সম্প্রদায়, যারা মুখে উচ্চারণ করে কুরআন পাঠ করবে (কিন্তু) জ্ঞানের শক্তি (আকল) দিয়ে বুঝে নিবে না, তারা দ্বীন হতে বের হয়ে যাবে এমনভাবে যেমন তীর ধনুক হতে ছিটকে পড়ে। (মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং২৪৯৬)

ব্যাখ্যা : ১নং হাদীসটির অনুরুপ।

❖ হাদীস-৩

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ ... ...عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ مِنْ بَعْدِي قَوْمٌ يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالرَّهْبَانِيَّةِ وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ"

অনুবাদ : ইমাম বায়হাকী বর্ণনাধারা বা সনদের ৯ম ব্যক্তি আবুল হুসাইন বিন ফজল আল-কাত্তান থেকে শুনে তাঁর ‘শু’আবুল ঈমান’ গ্রন্থে লিখেছেন-

হুজায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কুরআন পড় আরবদের স্বর ও সুরে এবং দূরে থাক আহলে এশক ও আহলে কিতাবদের স্বর হতে। শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে, যারা কুরআনে গান ও বিলাপের সুর ধরবে (এবং) কুরআন তাদের কন্ঠনালী (স্বরতন্ত্র) অতিক্রম করবে না। তাদের মন (দুনিয়ার) মোহগ্রস্ত এবং তাদের মনও যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে।

{বায়হাকী, ‘শু’আবুল ঈমান’ (বৈরুত : দারুল ফিকর, ২০০৪ খ্রী.),فصل في فضائل السور والآيات (সূরা ও আয়াতের ফজিলত অধ্যায়), فصل في ترك التعمق في القرآن (কুরআনের বিষয়ে গভীরতা অর্জন ত্যাগ করা পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৪৯, পৃ. ১০২৬}

হাদীসটির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা

‘শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে, যারা কুরআনে গান ও বিলাপের সুর ধরবে (কিন্তু) কুরআন। তাদের কন্ঠনালী (স্বরতন্ত্র) অতিক্রম করবে না’ অংশের ব্যাখ্যা-

স্বরতন্ত্র হলো মানব শরীরের সে অঙ্গ যেখানে স্বর/শব্দ তৈরি হয়। তাই, কুরআন পড়ার পর স্বরতন্ত্র অতিক্রম না করার অর্থ হলো- কুরআন পড়বে কিন্তু সে পড়া স্বরতন্ত্র অতিক্রম করে ব্রেইনে থাকা জ্ঞানের শক্তি আকলে পৌছাবে না। অর্থাৎ তারা আকল দিয়ে তা বুঝে নিবে না।

‘তাদের মন (দুনিয়ার) মোহগ্রস্ত এবং তাদের মনও যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে’ অংশের ব্যাখ্যা-

দুনিয়ার মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা অবশ্যই বড় গুনাহগার। তাই, হাদীসখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- যারা (ইচ্ছাকৃতভাবে) না বুঝে কুরআন পড়বে এবং যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে তারা উভয়েই বড় গুনাহগার।

কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে সাধনার গ্রহনযোগ্যতা ও গুরুত্ব পর্যালোচনা

প্রচলিত কুরআন ব্যাখ্যার নীতিমালায়- সাধনা/তপস্যার নাম নেই
সাধনার অন্য নাম : তপস্যা/ধ্যান/ Meditation to acquire knowledge

ইতোমধ্যে (কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আকলের গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্বের বিষয়টি পর্যালোচনা অধ্যায়) আমরা জেনেছি যে- কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আকলের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা আরো জেনেছি যে- আকল যতো উৎকর্ষিত হয় মানুষের কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার ক্ষমতা ততো বাড়ে এবং আকল যতো অবদমিত হয় মানুষের কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার ক্ষমতা ততো কমে। প্রশ্ন হলো- আকলকে উৎকর্ষিত করার উপায় ও পদ্ধতি কী? এটি বুঝার জন্য আকলের গঠন ও কর্মপদ্ধতি জানা দরকার। পূর্বে এটি কঠিন ছিল। কিন্তু মানব সভ্যতার

বর্তমান স্তরে এটি বোঝা সহজ হয়ে গেছে। বর্তমানে কুরআন, হাদীস, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও মানব শরীর বিজ্ঞান অনুযায়ী জানা যায়, আকল উৎকর্ষিত হওয়ার দু'টি পদ্ধতি আছে-

১. জাগতিক পদ্ধতি।
২. আধ্যাত্মিক (**Spritual**) পদ্ধতি।

আকল উৎকর্ষিত হওয়ার জাগতিক পদ্ধতি কম্পিউটার বিজ্ঞান

বর্তমান যুগের যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি Computer -এ সৃষ্টিগতভাবে একটি জ্ঞানভান্ডার (Memory), বিশ্লেষন ক্ষমতা (Processing power) ও নীতিমালা (Program) দেয়া থাকে। ঐ জ্ঞানভান্ডার, বিশ্লেষন ক্ষমতা ও নীতিমালা ব্যবহার করে Compute অনেক সমস্যার সমাধান করে দিতে পারলেও সকল সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে না। তবে নতুন সঠিক জ্ঞান (RAM) যোগ করলে Computer -এর বিশ্লেষন ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে যায়।

তখন **Computer** নতুন সমস্যার সমাধান দিতে পারে। আবার ভুল জ্ঞান (**Virus**) যোগ হলে **Computer** -এর বিশ্লেষন ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমে যায়। ফলে তার সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাও কমে যায়।

বর্তমান মানব শরীর বিজ্ঞান

বর্তমান মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী- মানব মন (Mind) একটি বস্তুগত অস্তিত্বহীন (Vertual) আধার। মানব শরীরে মনের (Mind) অবস্থান হলো মাথায় অবস্থিত ব্রেইন। আর সৃষ্টিগতভাবে ব্রেইনে মনের অবস্থান হলো সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)। মন (Mind) নামক বস্তুগত অস্তিত্বহীন (Vertual) আধারটি সৃষ্টিগত/ জন্মগতভাবে যে সকল শক্তি/ক্ষমতা ধারন করে তা হলো- জ্ঞানের শক্তি (আকল/বিবেক / Common sense), চিন্তাশক্তি (Thinking power), বিশ্লেষন শক্তি (Analytic power), কার্যনির্বাহি শক্তি (Working power), পরিকল্পনা শক্তি (Planning power), সমস্যা সমাধান শক্তি (Problem solving power), সাংগঠনিক শক্তি (Organising power), আচরন নিয়ন্ত্রন শক্তি (Behavior controllin power), স্মরণশক্তি (Memmory), বুঝের শক্তি (Understanding power), ভাষা শক্তি (Languistic power), দৃষ্টিভঙ্গিমূলক শক্তি (Atitude), শব্দ গঠন শক্তি (Sentense making power), গানিতিক শক্তি (Mathmatical power), বানান শক্তি (Spelling power), আচার-আচরণমূলক শক্তি (Custom & Conductual power) (ব্যক্তিত্ব (Personality), স্নেহ, মমতা (Affection), ভালবাসা (Love), হিংসা (Jealousy), ক্রোধ (Anger), অহংকার (Pride) ইত্যাদি)।

মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী- মানব মনে (**Mind**) থাকা এই শক্তিগুলো উৎকর্ষিত ও অবদমিত উভয়টি হতে পারে। কিন্তু মানব মন এ শক্তিগুলো এবং তার উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি/নীতিমালা কোথা থেকে পেল এ বিষয়ে বিজ্ঞান নিরব। তবে কুরআন ও সুন্নায় এ বিষয়ে অনেক তথ্য আছে।

আল কুরআন

আল কুরআনের সুরা আশ্ শামসের ৭ ও ৮ নং আয়াত থেকে জানা যায়- মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে ইলহাম নামক এক অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব মনে ঐ শক্তিগুলো দিয়ে দিয়েছেন। কুরআন থেকে

মানব মনে উপস্থিত জ্ঞানের শক্তি আকল/ Common sense -এর উৎকর্ষিত হওয়ার জাগতিক পদ্ধতি সম্পর্কে যা জানা যায়-

❖ তথ্য-১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা সচেতন হও তবে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের (জন্মগতভাবে পাওয়া) ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি (আকল) দিবেন। (সুরা আল আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা : স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া বলতে বুঝায় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় জানা ও মানা। তদ্রুপ- আল্লাহ সচেতন হওয়া বলতে বুঝায় আল্লাহ সম্পর্কিত বিষয় জানা ও মানা। বিজ্ঞান গ্রন্থে থাকা জ্ঞান প্রণয়ণ করেছেন মহান আল্লাহ। বিজ্ঞানীরা শুধু তা উদ্ভাবন (**Discover**) করেছেন। তাই, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় জানার উপায় হলো- কুরআন, হাদীস, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ভূ-গোল, ইতিহাস ইত্যাদি বই পড়া। অন্যদিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার অতাৎক্ষণিকভাবে দেয়া বলতে বুঝায়- আল্লাহর তৈরী প্রোগ্রাম (প্রাকৃতিক আইন, বিধান, নীতিমালা) অনুযায়ী কোন কিছু সংঘটিত হওয়া

তাই আয়াতখানির প্রকৃত বক্তব্য হলো- আল্লাহ সচেতন হলে তথা কুরআন, হাদীস, সাধারণ জ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ভূ-গোল, ইতিহাস ইত্যাদি গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করলে, আল্লাহর তৈরি **Program** (বিধান/প্রাকৃতিক আইন) অনুযায়ী জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকলের বিশ্লেষণ ক্ষমতা (বুঝ, ব্যাখ্যা করা, সিদ্ধান্ত দেয়া ইত্যাদি ক্ষমতা) বেড়ে যাবে।

তাই আয়াতখানির ভিত্তিতে বলা যায়-
সাধারণ জ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ভূ-গোল, ইতিহাস ইত্যাদি গ্রন্থ পড়া, দেশ ভ্রমন ইত্যাদির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করলে, আল্লাহর তৈরি চৎড়মৎধস অনুযায়ী জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকলের কুরআন বুঝা, ব্যাখ্যা করা ইত্যাদি ক্ষমতা বেড়ে যাবে।

❖ তথ্য-২

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ

অনুবাদ : তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মন (মনে থাকা Common sense) সম্পন্ন হতো যা দ্বারা বুঝতে পারতো (কুরআন পড়ে বুঝতে পারতো) এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দ্বারা শুনতে পারতো (কুরআন শুনে বুঝার মতো শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো)।(সূরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশ থেকে জানা যায় ভ্রমন করলে এমন আকলের অধিকারী হওয়া যায় যা দ্বারা কুরআনসহ বিভিন্ন গ্রন্থ দেখে পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বুঝা যায়। কথাটির সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যা জানিয়ে দেয়া হয়েছে আয়াতখানির পরের অংশের মাধ্যমে এভাবে-

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ : প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা আকল) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (কমনসেন্স) ।

ব্যাখ্যা : সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক একটি তথ্য হলো- সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে অবস্থিত আকলে একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে তার প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ বুঝতে পারেনা। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see. দেশ ভ্রমন করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা নতুন নতুন জিনিস (উদাহরণ) দেখে আকলে নতুন জ্ঞান যোগ হয়। এর ফলে সয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের আকলের বুঝ, বিশ্লেষন ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি বেড়ে যায়। তাই, কুরআন দেখে পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বুঝা যায়

❖ তথ্য-৪

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ

সরল অনুবাদ: বস্তুত উহা (কুরআন) স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আয়াত (আয়াতধারনকারী গ্রন্থ) তাদের সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) যাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) জ্ঞান দেয়া হয়েছে। (সূরা আনকাবুত/২৯ : ৪৯)

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : বস্তুত কুরআন স্পষ্টভাবে প্রমাণিত শিক্ষা ধারণকারী গ্রন্থ সে ব্যক্তিদের নিকট যারা তাদের সম্মুখ ব্রেইনে থাকা আকল/Common sense-কে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী- কুরআন, হাদীস, শরীর বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদির শিক্ষার আলোকে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী হয়েছে।

আকলকে উৎকর্ষিত করার আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম হলো- সাধারণ জ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদির জ্ঞান অর্জন করা। তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো- যারা সাধারণ জ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদির জ্ঞান অর্জন করে আকলকে উৎকর্ষিত করতে পারবে তারা সহজে বুঝতে পারবে যে- কুরআন একটি স্পষ্ট ও নির্ভুল জ্ঞান ধারণকারী গ্রন্থ। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব।

সম্মিলিত শিক্ষা-

এগুলোসহ আরো আয়াত থেকে জানা যায়- বিভিন্ন গ্রন্থ পড়া বা দেশ ভ্রমনের মাধ্যমে আকলের জ্ঞানভান্ডার ও বিশ্লেষন ক্ষমতা বাড়ে এবং ঐ উৎকর্ষিত আকল ব্যবহার করে কুরআন অধিক নির্ভুলভাবে জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করা যায়। বর্তমানে দেশ ভ্রমনের স্থানে **Discovery, Geography** ইত্যাদি চ্যানেল দেখার বিষয়টি যোগ হয়েছে।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ মুসলিম’ গ্রন্থে লিখেছেন-

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মানুষ খনিজ পদার্থ স্বরূপ। যেমন- রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে।

আর আত্মাসমূহ স্বভাবজাত সমাজবদ্ধ। সেখানে যেসব রূহ পরস্পর পরিচিতি লাভ করেছিল, দুনিয়াতে সেগুলো সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা অপরিচিত। (মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২৬৩৮)

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে প্রথমে মানুষে মানুষে পার্থক্যকে খনিজ পদার্থ রৌপ্য ও স্বর্ণের পার্থক্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ কথার ব্যাখ্যা হলো- খনি থেকে উত্তলনের সাথে সাথে খনিজ পদার্থ রৌপ্যের মূল্য কম ও স্বর্ণের মূল্য বেশি। উভয়ের থেকে খাদ সরানোর পরেও রৌপ্যের মূল্য কম ও স্বর্ণের মূল্য বেশি থাকে। আবার উভয়টি দিয়ে অলংকার বানালেও রৌপ্যের অলংকারের মূল্য কম ও স্বর্ণের অলংকারের মূল্য বেশি থাকে। প্রকৃতি/সৃষ্টিগতভাবে রৌপ্য ও স্বর্ণের মূল্যের যেমন পার্থক্য রয়েছে প্রকৃতি/সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মর্যাদার মধ্যেও পার্থক্য আছে। এ পার্থক্যের কারণ- বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা, চেহারা, গায়ের রং, লিঙ্গ ইত্যাদি নয়।

এ পার্থক্যের কারণ হলো, জ্ঞানের শক্তি আকল (বিবেক/Common sense)। যা মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে সকল মানুষকে দিয়েছেন। যে উত্তরাধিকারসূত্রে (Heridetarily) অধিক শক্তিশালী আকলের অধিকারী হয় সে জন্মগতভাবে বেশি মর্যাদাশীল। আর যে উত্তরাধিকারসূত্রে (Heridetarily) কম শক্তিশালী আকলের অধিকারী হয় সে জন্মগতভাবে কম মর্যাদাশীল। সত্য জ্ঞান এ উৎসটির শক্তি বাড়ায়। আর মিথ্যা জ্ঞান এ উৎসটির শক্তি কমায়। অন্যদিকে জাহিলী যুগ হলো সে অধঃপতিত যুগ- যে যুগে বিকৃত হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ আল্লাহর কিতাবের সঠিন জ্ঞান পায় না। কিন্তু তারা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকলকেও কাজে লাগায় না।

হাদীসটির পরের বক্তব্য হলো- জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম ব্যক্তি হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। মানব সভ্যতা বিশেষ করে মুসলিম জাতির জন্য এ বক্তব্যে মহাগুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। শিক্ষাটি হলো- রৌপ্য ও স্বর্ণের প্রকৃতগতভাবে যে মূল্য আছে কারুকার্য্য করলে সে মূল্য আরো বাড়ে। তবে রৌপ্যের তুলনায় স্বর্ণের মূল্য অধিক বাড়ে।

তাই, যার আকল উত্তরাধিকারসূত্রে (Hereditarily) অধিক শক্তিশালী, সে যদি জাহিলী যুগের সাধারণ সত্য জ্ঞানের আলোকে ঐ উৎসকে উৎকর্ষিত করে এবং সেটি ব্যবহার করে চলে তবে সে তাঁর সমাজে অধিক উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে। আর ঐ ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহন করে এবং কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁর আকলকে উৎকর্ষিত করে এবং সে আকল ব্যবহার করে চলে তবে সে ইসলামী সমাজেও অধিক উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে। তাই, আকল (বিবেক/কান্ডজ্ঞান/Common sense) হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত একটি জ্ঞানের উৎস। হাদীসগুলো থেকে জানা যায়- জন্মগত ভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে।

হাদীস-২

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهاَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى يَعْرِفُ الْإِنْسَانُ رَبَّه قَالَ اِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَرَاعَى مِنْهَا مَا صَلَحَ وَاسْتَقَامَ مِنْ زَيْعِ.

অনুবাদ : আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! মানুষ কীভাবে তার রবকে চিনবে? রসূল (স.) বললেন- যখন সে তার নিজেকে চিনবে। অতঃপর নিজের মধ্যে যা কিছু ভালো আছে তা সংরক্ষণ করবে এবং নিজেকে স্খলন থেকে দৃঢ়ভাবে বিরত রাখবে।

হাদীসটির সনদ ও মতন সম্পর্কিত তথ্য

হাদীসটির সনদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

শায়েখ তাজুদ্দিন বিন আতাউল্লাহ তাঁর 'লাতায়েফুল মিনান' গ্রন্থে লিখেছেন- আমি আমার শায়েখ আবূল আব্বাস মুরসীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন এই হাদীসের দু'টি ব্যাখ্যা আছে-

১.যে ব্যক্তি নিজেকে তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা, অক্ষমতা ও দরিদ্রতাসহ চিনলো সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে তাঁর ইজ্জত, কুদরত ও অমুখাপেক্ষীতাসহ চিনলো।

২.যে ব্যক্তি নিজেকে চিনলো এটিই প্রমাণ যে, সে তাঁর প্রভূকে আগেই চিনেছে।

হাদীসটি 'আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্দ্বীন' গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

হাদীসটির মতন সুরা হা-মিম-আস-সিজদার ৫৩নং আয়াত এবং সুরা যারিয়াতের ২০ ও ২১ নং আয়াতের সরাসরি ব্যাখ্যা বললেও বেশি বলা হবে না।

হাদীসটির ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল (স.) বলেছেন- যে নিজেকে চিনবে সে তার রবকে চিনবে।
রবকে চিনার মূল অর্থ হলো কুরআন জানা এবং কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝা।

আর নিজেকে চেনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দিক হলো-

১.কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, কে সৃষ্টি করেছেন, কেন সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি জানা।
২.শরীরের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Behavior, Intellectuality, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Sex, Limitations ইত্যাদি জানা।

নিজেকে চেনার ১ম দিকটি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের (কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ইসলামী সাহিত্য) সাহায্য নিয়ে মানুষ জানতে পারে। কিন্তু নিজেকে চেনার দ্বিতীয় দিকটি সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞান জানার ওপর নির্ভরশীল। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী রবকে চেনা তথা কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞান সবচেয়ে বেশি সহায়ক বিষয়।

❖ হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِى ... ...أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ، فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অনুবাদ : ইমাম বায়হাকী (রহ.) আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবূ আবদুল্লাহ আল-হাফেজ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-

আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ কর। কেননা, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।

হাদীসটির সনদ ও মতন সম্পর্কিত তথ্য

ইমাম বায়হাকী (রহ.) তাঁর রচিত 'শু'আবুল ঈমান'-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটির প্রথমাংশের (তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ কর) সনদের শুদ্ধতা নিয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবে শেষাংশের 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ' বক্তব্য সকল মুহাদ্দিসের মতে সনদগতভাবে সহীহ

হাদীসটির প্রথম অংশের (তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ কর) মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআন বিশেষ করে সূরা হাজ্জের ৪৬ নং আয়াতের সাথে সম্পূরক।

হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমার্থক ও সম্পূরক।

হাদীসটি অত্যন্ত মশহুর বা প্রসিদ্ধ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল (স.) প্রথমে বলেছেন- 'তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ কর'।

অর্থাৎ হাদীসটির প্রথম অংশের মাধ্যমে রসূল (স.) মুসলিমদের জানিয়ে দিয়েছেন, জ্ঞান শেখার জন্য পৃথিবীর যেকোনো দেশে এমনকি প্রয়োজন হলে চীন দেশেও যেতে হবে।

হাদীসটির শেষাংশে রসূল (স.) জ্ঞান অর্জন করার জন্য প্রয়োজন হলে চীন দেশেও যেতে বলার কারণটি বলে দিয়েছেন।সে কারণ হলো- জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।ঐ সময়ে চীন বা অন্যদেশে ইসলামী জ্ঞান ছিল না। আর আচার-ব্যবহার শেখার জন্য রসূল (স.)কে রেখে অন্যদেশে যেতে বলার প্রশ্নই আসেনা।চীন ঐ সময় বিজ্ঞানে উন্নত ছিলতাই, হাদীসটির মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন-বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা মুসলিমদের জন্য ফরজ এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান শেখার জন্য দরকার হলে মুসলিমদের পৃথিবীর যেকোনো দেশে যেতে হবে।তাই, এ হাদীসটি থেকে জানা যায়- বিজ্ঞানের গুরুত্ব ব্যাপক। আর এর একটি কারণ হলো- কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অনেক।

আকল উৎকর্ষিত হওয়ার আধ্যাত্মিক পদ্ধতি

বাস্তব অবস্থা

বাস্তব অবস্থা-১

দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই উত্তর দেন বিষয়টি একটু ভেবে দেখি পরে জানাবো।ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার পর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিটি প্রশ্নকারীকে উত্তরটি জানিয়ে দেন।ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার বিষয়টিই হলো সাধনা, তপস্যা বা ধ্যানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া।

বাস্তব অবস্থা-২

বিজ্ঞান ও কুরআন গবেষণা যারা করেন তাদেরকে একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য লেগে থাকতে হয়।আর গবেষণার পথপরিক্রমায় সঠিক না হওয়ার কারণে বার বার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়।সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে করতে একসময় গবেষক সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হয়।কুরআন গবেষণা করতে গিয়ে আমার নিজের জীবনেও বহুবার এটি ঘটেছে। গবেষণা করতে যেয়ে- লেগে থেকে বার বার সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার বিষয়টিই হলো সাধনা, তপস্যা বা ধ্যান, Meditation to acquire knowledge.

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاۤئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِىَ بِاِذْنِه مَا يَشَاۤءُ ط

(শুরা/৪২ : ৫১)

সরল অনুবাদ (‘ওহী’ শব্দটি অপরিবর্তীত রেখে)-

মানুষের ব্যাপারে এটা সম্ভব নয় যে আল্লাহ তার সাথে কথা আদান-প্রদান করবেন। (আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদান হতে পারে) ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরালে থেকে কিংবা প্রেরিত দূতের (জিব্রাইল ফেরেশতা) মাধ্যমে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন।

বিভিন্ন তাফসীরে এ আয়াতের বিভিন্ন ধরনের অর্থ ও ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে।

সরল অনুবাদটির ব্রাকেটের স্থানে কি কথা হবে? মানুষের ব্যাপারে এটা সম্ভব নয় যে আল্লাহ তার সাথে () কথা আদান-প্রদান করবেন; (আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদান হতে পারে) ওহী-এর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরালে থেকে কিংবা প্রেরিত দূতের (জিব্রাইল ফেরেশতা) মাধ্যমে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন।

ব্রাকেট পূর্ণ করে আয়াতখানির সরল অনুবাদ:

মানুষের ব্যাপারে এটা সম্ভব নয় যে আল্লাহ তার সাথে (সামনা-সামনি অবস্থান করে) কথা আদান-প্রদান করবেন; (আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদান হতে পারে) ওহী-এর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরালে থেকে কিংবা প্রেরিত দূতের (জিব্রাইল ফেরেশতা) মাধ্যমে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন।

বিভিন্ন তাফসীরে এ আয়াতের বিভিন্ন ধরনের অর্থ ও ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে।

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আয়াতখানির ‘মানুষের ব্যাপারে এটা সম্ভব নয় যে আল্লাহ তার সাথে কথা আদান-প্রদান করবেন’ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- শারীরিক গঠনে দুর্বলতার কারণে কোনো মানুষের সাথে আল্লাহর সামনা-সামনি কথা আদান- প্রদান হতে পারে না।

এরপর জানানো হয়েছে, মানুষের সাথে তিনটি উপায়ে আল্লাহর কথা আদান-প্রদান হতে পারে-

১. ‘ওহী’-এর মাধ্যমে

২. পর্দার অন্তরালে থেকে

৩. জিব্রাইল ফেরেশতার আনা ‘ওহী’-এর মাধ্যমে

আল্লাহ তা’য়ালা নবী-রাসূলগণের সাথে এ তিনটি উপায়ে কথা আদান-প্রদান করেছেন।

আল্লাহর ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পর্দার অন্তরালে থেকে বা জিব্রাইল ফেরেশতার আনা ওহীর মাধ্যমে কথা আদান-প্রদান হওয়া সম্ভব নয়। তাই, আয়াতখানি থেকে জানা যায়, আল্লাহর সাথে সাধারণ মানুষের কথা আদান-প্রদান হতে পারে এক বিশেষ ধরনের ওহীর মাধ্যমে।

কী এই বিশেষ ধরনের ওহী?
বিষয়টি বুঝতে যে সকল বিষয় জানা থাকতে হবে-
১. মোবাইল ফোন প্রযুক্তি।
২. আল্লাহর নিকট থাকা মানুষের ID নাম্বার (মোবাইল নাম্বার)।
৩. মানুষের ব্রেইন কিভাবে কাজ করে তথা মানব শরীর বিজ্ঞান।
ঐ বিশেষ ধরনের ‘ওহী’ হলো- SMS বা ক্ষুদে বার্তা।

অর্থাৎ আয়াতখানি অনুযায়ী- আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কথা আদান প্রদান হতে পারে বা হয় SMS (ক্ষুদে বার্তা) আদান প্রদানের মাধ্যমে।
SMS (ক্ষুদে বার্তা) আদান-প্রদানের মানুষের আবিষ্কৃত পদ্ধতি … … …
আল্লাহর সাথে মানুষের কথা আদান প্রদান পদ্ধতি

আল্লাহর সাথে মানুষের কথা হয়-
আল্লাহর তৈরী করে রাখা জ্ঞানের সার্ভার (Server) এবং মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense নামক কম্পিউটরের সাথে SMS (ক্ষুদে বার্তা) আদান প্রদানের মাধ্যমে
যেভাবে বিষয়টি ঘটে-

- Normal ECG
- Normal EEG
- EEG in Epilepsy

SMS করতে ID নাম্বার বা মোবাইল নাম্বার লাগে। প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া ID নাম্বার বা মোবাইল নাম্বার হলো DNA নাম্বার। আল্লাহর তৈরী করে রাখা জ্ঞানের সার্ভারে- মানুষের মনে যতো প্রশ্ন আসা সম্ভব তার সবগুলো উত্তরসহ মেমোরী আকারে দেয়া আছে। মানুষের মনে যখন কোনো প্রশ্ন উদয় হয় তখন ব্রেইনে (কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র) বিদ্যুতের একটি ওয়েভ (ঢেউ) তৈরী হয়। আল্লাহর সার্ভার ঐ ওয়েভ অনুধাবন (Sense) ও বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারে মানুষটি কি প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। সার্ভার এটিও বুঝতে পারে কোন্ DNA নাম্বার থেকে প্রশ্নটি এসেছে। আল্লাহর সার্ভার প্রশ্নটির উত্তর ঐ DNA নাম্বার ধারণকারী মানুষটির অন্তরে ক্ষুদে বার্তা আকারে পাঠিয়ে দেয়। তবে মনে রাখতে হবে- এই ক্ষুদে বার্তার সঠিক তথ্যটি উদ্ধার করা বা বোঝার ক্ষমতা সকল মানুষের সমান নয়। মানুষের মনে থাকা Common sense যার যতো উৎকর্ষিত সে ঐ ক্ষুদে বার্তা ততো সঠিকভাবে বুঝতে পারবে

Common sense উৎকর্ষিত হয় কুরআন, হাদীস, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা ও সত্য কাহিনীর আলোকে জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে। ক্ষুদে বার্তার যে ‘বুঝ’ গ্রহণযোগ্য হবে ও হবে না-
১. গ্রহণযোগ্য হবে- কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূরক বা অতিরিক্ত বুঝ
২. গ্রহণযোগ্য হবে না- কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত বুঝ

আয়াতখানি অনুযায়ী, বিজ্ঞানীরা যে পদ্ধতিতে গবেষণার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়-
একজন বিজ্ঞানী যখন কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে বসেন তখন তার সম্মুখ ব্রেইনের (ঋড়ৎব নৎধরহ) মনে থাকা ঈড়সসড়হ ংবহংব/আকলে নানা ধরনের প্রশ্ন উদয় হয়। প্রশ্নটি ডধাব (ঢেউ) আকারে আল্লাহর সার্ভারে চলে যায়। সার্ভার মুহুর্তেরও কম সময়ে (ছঁধহঃঁস বহঃধহমষবসবহঃ) প্রশ্নটির উত্তর গবেষকের মনে থাকা আকলে ঝগঝ (ক্ষুদে বার্তা) আকারে পাঠিয়ে দেয়। বিষয়টি সুক্ষ্ম/কঠিন হলে গবেষককে অসংখ্য ঝগঝ (ক্ষুদে বার্তা) আদান প্রদানের মাধ্যমে অসংখ্য প্রশ্নের সমাধান খুজতে হয় এবং এ জন্যে তাকে গভীর সাধনা, তপস্যা, গবফরঃধঃরড়হ বা ধ্যানে মগ্ন থাকতে হয়। এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর সাধনা করতে করতে একদিন সে সঠিক উত্তরটি পেয়ে যায় এবং ইউরেকা ইউরেকা তথা পেয়েছি পেয়েছি বলে চিৎকার দেয়।

আয়াতখানি অনুযায়ী, কুরআন গবেষণা বা ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি যা হবে-
কুরআন হলো বিজ্ঞানময় কিতাব

তাই, বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি যা হবে, কুরআন গবেষণা বা ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পদ্ধতিও তাই হবে।

আর সে পদ্ধতি হলো-
একজন কুরআন গবেষক বা ব্যাখ্যাকারী যখন কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা বা ব্যাখ্যা করতে বসেন তখন তার সম্মুখ ব্রেইনে (ঋড়ৎব নৎধরহ) থাকা মনে (মনে থাকা ঈড়সসড়হ ংবহংব/আকলে) নানা ধরনের প্রশ্ন উদয় হয়।

প্রশ্নটি ডধাব (ঢেউ) আকারে আল্লাহর সার্ভারে চলে যায়।
সার্ভার মুহুর্তেরও কম সময়ে (ছঁধহঃঁস বহঃধহমষবসবহঃ) প্রশ্নটির উত্তর গবেষকের মনে থাকা আকলে ঝগঝ (ক্ষুদে বার্তা) আকারে পাঠিয়ে দেয়।

কুরআনের বিষয়টি সুক্ষ্ম/কঠিন হলে গবেষককে অসংখ্য ঝগঝ (ক্ষুদে বার্তা) আদান প্রদানের মাধ্যমে অসংখ্য প্রশ্নের সমাধান খুজতে হয় এবং এ জন্যে তাকে গভীর সাধনা, তপস্যা, গবফরঃধঃরড়হ বা ধ্যানে মগ্ন থাকতে হয়।

এভাবে দিনের পর দিন সাধনা করতে করতে একদিন সে সঠিক উত্তর তথা ব্যাখ্যাটি পেয়ে যায়।
কুরআন গবেষণা/ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমার নিজের জীবনে অনেকবার এটি ঘটেছে।

তথ্য-২

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَإِنِّىْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

(সুরা বাকারা/২ : ১৮৬)

অনুবাদ : আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে (তখন বলে দাও) আমি অতি নিকটে। আমি উত্তর দেই জিজ্ঞাসাকারীর প্রশ্নের যখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার (কথার) উত্তর দেয় এবং আমার ওপর ঈমান আনে, যাতে তারা সঠিক পথের সন্ধান পায়।

ব্যাখ্যা : ঈমান = জ্ঞান + বিশ্বাস।

তাই, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কথাটির সর্বাধিক তথ্যধারনকারী অর্থ হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে আল্লাহ সম্পর্কে জানা এবং সে জ্ঞান বিশ্বাস করা।

তাই, আয়াতখানির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা হবে-

'আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে (তখন বলে দাও) আমি অতি নিকটে' অংশের ব্যাখ্যা

আল্লাহর অবস্থান মানুষের অতি নিকটে।

'আমি উত্তর দেই জিজ্ঞাসাকারীর প্রশ্নের যখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে' অংশের ব্যাখ্যা-

মানুষ আল্লাহর নিকট প্রশ্ন করলে আল্লাহ তা'য়ালা সে প্রশ্নের উত্তর দেন।

'সুতরাং তারাও যেন আমার (কথার) উত্তর দেয় এবং আমার ওপর ঈমান আনে' অংশের ব্যাখ্যা-

সুতরাং তারাও যেন-

১.আমার আদেশ, নিষেধ ও উপদেশের উত্তর- কথা ও কাজের মাধ্যমে দেয়।

২.কুরআনের ব্যাখ্যা জানার মাধ্যমে আমার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে এবং সে জ্ঞান বিশ্বাস করে।

'যাতে তারা সঠিক পথের সন্ধান পায়' অংশের ব্যাখ্যা-

যাতে তারা- কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা জানার জন্য সাধনা/তপস্যা/ধ্যান/গবফরঃধঃরড়হ- এ থেকে আমার সাথে প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদান করে জীবনের সঠিক পথ পায়।

তথ্য-৩

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.

অনুবাদ : তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা/ ধ্যান/গবফরঃধঃরড়হ করে না, নাকি তাদের মনে তালা পড়ে গিয়েছে? (সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

অনুবাদ : এভাবে আল্লাহ আয়াতকে তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যাতে তোমরা চিন্তা-গবেষণা/ ধ্যান/গবফরঃধঃরড়হ করতে পারো। (সুরা বাকারা/২ : ২১৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ দু'টিসহ কুরআনের অনেক আয়াতে মহান আল্লাহ কুরআন নিয়ে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা/ধ্যান /গবফরঃধঃরড়হ করতে বলেছেন বা তা করার জন্য তিরস্কার করেছেন। কারণ, চিন্তা-গবেষণা/ধ্যান/ গবফরঃধঃরড়হ- এ বসলেই মহান আল্লাহর সাথে এবং মানুষের মনের মধ্যে ক্ষুদে বার্তা (ঝগঝ) আদান-প্রদানের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান শুরু হয়ে যায়। আর এ ক্ষুদে বার্তা (ঝগঝ) আদান-প্রদানের মাধ্যমে একদিন মানুষ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যাটি পেয়ে যায়।

প্রথম আয়াতখানিতে থাকা নাকি তাদের মনে তালা পড়ে গিয়েছে; কথাটি থেকে জানা যায়-
চিন্তা-গবেষণা/ধ্যান/- এর সময় ক্ষুদে বার্তা (ঝগঝ) আদান-প্রদান হয় মানুষের মন তথা মনে থাকা আকল এবং মহান আল্লাহ তথা মহান আল্লাহর সার্ভারের মধ্যে।

তথ্য-৪

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ . فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ . وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ.

(সুরা লাইল/৯২ : ৪-১০)

আয়াত ভিত্তিক অর্থ ও ব্যাখ্যা-

আয়াত নং-০৪

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ.

অনুবাদ : অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের।

ব্যাখ্যা : মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মপদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের।আয়াত নং-০৫

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ .

অনুবাদ : অতঃপর যে দান করলো ও আল্লাহ-সচেতন হলো।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ-সচেতন হওয়া কথাটির ব্যাখ্য হলো- কুরআন, সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞাণিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনীর শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া। আয়াত নং-০৬

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ.

অনুবাদ : আর উত্তমকে সত্য প্রতিপন্ন করল।

ব্যাখ্যা : উত্তম বলতে বোঝানো হয়েছে- ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে। তাই আয়াতখানির বক্তব্য হল- আর ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্য প্রতিপন্ন করল। আয়াত নং-০৭

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ .

অনুবাদ : অতঃপর শীঘ্রই আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য সহজ করে দেবো সহজটিকে।

ব্যাখ্যা : সহজটি বলতে বোঝানো হয়েছে- ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে। তাই আয়াতখানির বক্তব্য হল- শীঘ্রই আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী, SMS আদান-প্রদানের মাধ্যমে, তার জন্য সহজ জীবন ব্যবস্থা ইসলামের পথে চলা সহজ হয়ে যাবে। আয়াত নং-০৮

وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ

অনুবাদ : আর যে কার্পণ্য করলো ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ/বেপরোয়া মনে করলো।

ব্যাখ্যা : এখানে কাপণ্য করার অথ- আলস্নাহর সাথে ঝগঝ/ৰদে বাতা আদান-পদানের মাধ্যমে জ্ঞান অজন করতে সময় দিয়ে সাধনা/তপস্যা/ধ্যান/গবফরঃধঃরড়হ করায় কাপণ্য করা।

আয়াত নং-০৯

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ

অনুবাদ : আর উত্তমটিকে মিথ্যা অভিহিত করলো।

ব্যাখ্যা : আর ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।আয়াত নং-১০

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ.

অনুবাদ : শীঘ্রই আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য সহজ করে দেবো কঠিনটিকে।

ব্যাখ্যা : কঠিনটি হলো- অনৈসলামিক জীবন ব্যবস্থা। তাই আয়াতখানির বক্তব্য হল- শীঘ্রই আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী, SMS/ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যমে, তার জন্য ইসলাম বিরুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা ও অনৈসলামিক পথে চলা সহজ হয়ে যাবে।

আল হাদীস

- হাদীস-১ (ফে'য়লী হাদীস)

সূল (স.) নবুওয়াত লাভ করার পূর্বে সমাজ থেকে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অশ্লিলতা ইত্যাদি দূর করার জন্য নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী হিলফুল ফুজুল প্রতিষ্ঠা করাসহ বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা করেছেন।ঐ সকল প্রচেষ্টায় সফল হতে না পেরে তিনি হেরা গুহায় গিয়ে সাধনা/ তপস্যা/ধ্যান/গবফরঃধঃরড়হ-এ বসেন। ৪০ দিন সাধনা/তপস্যা তথা আল্লাহর সাথে ঝগঝ/ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যমে কথা বলার পর তিনি আল্লাহর কাছ থেকে সঠিক জ্ঞানের আলো তথা নবুওয়াত লাভ করেন।

হাদীস-২

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا بِهِ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ ، فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ

অনুবাদ: ইমাম দারেমী (রহ.), শা'বী (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সাইদ ইবনে আমের থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন- শা'বী (রহ.) বলেন, তাদের সময় (তাবে'য়ীদের সময়) শুধু সেই ব্যক্তি এ ইলম (কুরআনের জ্ঞান) অর্জনে সফল হতো যে নিজের মধ্যে দু'টি গুণের সমাবেশ করতে পারতো, আকল/ঈড়সসড়হ ংবহংব ও সাধনা/ তপস্যা (গবফরঃধঃরড়হ ঃড় ধঃঃধরহ শহড়ষিবফমব / ৎবষরমরড়ঁং সবৎরঃ)। অতঃপর যে ব্যক্তি সাধনাকারী/তপস্বী হয় কিন্তু আকল সম্পন্ন না হয়, সে বলে এটি এমন এক গ্রন্থ যার জ্ঞান, গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ব্যতীত কেউ লাভ করতে পারে না। ফলে সে তা (জ্ঞান) অর্জনের চেষ্টা বন্ধ করে দেয়। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আকল সম্পন্ন হয় কিন্তু সাধনাকারী/ তপস্বী হয় না সে বলে এটি এমন গ্রন্থ, যার জ্ঞান গভীর সাধনা ব্যতীত কেউ লাভ করতে পারে না। ফলে সে তা (জ্ঞান) অর্জনের চেষ্টা বন্ধ করে দেয়।তারপর শা'বী বললেন- আমার ভয় হয় যে, একদিন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (কুরআনের জ্ঞান) অর্জনের চেষ্টা করবে যার মধ্যে এ দু'টি গুণের একটিও থাকবে না। না আকল আর না সাধনা/তপস্যা।'

- সুনানুদ দারেমী, হাদীস নং-৩৭৯

হাদীস-১

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ... ...حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ... ...أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ،

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي " قَالَ: «وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ»

বুখারী হাদীস নং- ১১০৯; আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং- ৭০৩; বাইহাকী হাদীস নং- ১০৬০১; নাসাঈ হাদীস নং- ১০৩৩২; আবু দাউদ হাদীস নং-১৫৪০; তিরমিযী হাদীস নং-৪৮০।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা-

অনুবাদ: ইমাম বুখারী (রহ.) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন-

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ،

অনুবাদ : জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন- রাসূল (স.) আমাদেরকে সব কাজে ইস্তিখারা করতে বলতেন। যেমন করে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন।

শিক্ষা-

১. ইস্তিখারা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. কুরআন থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহর জানানো জ্ঞান পাওয়া যায়। ইস্তিখারার মাধ্যমেও বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ হতে জ্ঞান লাভ করা জ্ঞান পাওয়া যায়।

يَقُولُ: " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ،

অনুবাদ : তিনি বলেছেন- তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার চিন্তা-ভাবনা করলে সে যেন আগে ফরজ নয় এমন (নফল) দুরাকাত সালাত আদায় করে নেয়।

ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ

অনুবাদ : অতঃপর এ দুআ' পড়ে- হে আল্লাহ্! আমি (এ কাজটির বিষয়ে) আপনার জ্ঞান থেকে জ্ঞান লাভ করে কল্যাণ পাওয়ার প্রার্থনা করছি।

وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ،

অনুবাদ : আপনার (সকল ধরনের) শক্তি থেকে শক্তি কামনা করছি এবং অপার করুণা ভিক্ষা করছি।

فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ،

অনুবাদ : কারণ, আপনি (সকল) ক্ষমতা রাখেন, আমি রাখি না, আপনি (সকল) জ্ঞান রাখেন আমি রাখি না এবং আপনি অদৃশ্যের বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ،

অনুবাদ : হে আল্লাহ্! আপনি যদি মনে করেন এ বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য কল্যাণকর হবে, তাহলে আমার জন্য উহার (সফল হওয়ার) প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন (জানা, বুঝা ও অনুসরণ করা) সহজ করে দিন। অতঃপর তাতে বরকত দান করুন।

وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ،

অনুবাদ : আর আপনি যদি মনে করেন বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য অকল্যাণকর হবে, তাহলে তা আমার থেকে দূরে রাখুন এবং আমাকেও তা হতে দূরে রাখুন (আমাকে তা থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়ার জ্ঞান দিন)।

وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي "

অনুবাদ : অতঃপর আমার জন্য কল্যান লাভের প্রোগ্রাম (জানা, বোঝা ও অনুসরণের) ব্যবস্থা করুন তা যেখানেই থাকুক না কেন এবং আমকে তার প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত করুন।

قَالَ: «وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ»

অনুবাদ : তিনি বলেছেন- هَذَا الأَمْرَ কথাটির স্থলে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

- যে সকল স্থানে কুরআন ব্যাখ্যার সহায়ক বহু উদাহরণ উপস্থিত আছে

আল কুরআন

তথ্য-১

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ .

অনুবাদ: নিশ্চয় মহাকাশ ও পৃথিবীর গঠন প্রকৃতি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে উলিল আলবাবদের (প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানী) জন্য রয়েছে বহু আয়াত (উদাহরণ/নিদর্শন/শিক্ষনীয় বিষয়)।(আলে-ইমরান/৩ : ১৯০)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য যে সকল স্থানে অনেক উদাহরণ উপস্থিত আছে বলে জানানো হয়েছে তা হলো-

- মহাকাশ বিজ্ঞান
- ভূতত্ত্ব ও জল বিজ্ঞান
- সৌর বিজ্ঞান

তথ্য-২

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ

অনুবাদ: আর তাঁর নিদর্শনের (উদাহরণ/শিক্ষনীয় বিষয়) মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যে তিনি যেসকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলোর সৃষ্টিতত্ত্ব। (আশ শূরা/৪২ : ২৯)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য যে সকল স্থানে বহু উদাহরণ উপস্থিত আছে বলে জানানো হয়েছে তা হলো-

- মহাকাশ বিজ্ঞান
- ভূতত্ত্ব ও জল বিজ্ঞান
- প্রাণিবিজ্ঞান

তথ্য-৩

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ . وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ . وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ . وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ .

অনুবাদ: তারা কি দেখে না উটকে কি (বৈজ্ঞানিক উপায়ে) সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশ মন্ডলকে কি (বৈজ্ঞানিক উপায়ে) উঁচু করা হয়েছে? পর্বতমালাকে কি (বৈজ্ঞানিক উপায়ে) শক্ত করে দাঁড় করানো হয়েছে? ভূমন্ডলকে কি (বৈজ্ঞানিক উপায়ে) বিস্তৃত করা হয়েছে? (আল গাশিয়া/৮৮ : ১৭-২০)

ব্যাখ্যা: অতীতে দেখার একমাত্র উপায় ছিল খালি চোখ। বর্তমানে যোগ হয়েছে অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র তাই, এ আয়াতে কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য যে সকল স্থানে অনেক উদাহরণ উপস্থিত আছে বলে জানানো হয়েছে তা হলো-

- প্রাণিবিজ্ঞান
- মহাকাশ বিজ্ঞান
- পাহাড়-পর্বত বিজ্ঞান
- ভূতত্ত্ব ও জল বিজ্ঞান

আয়াত ক'খানিতে খালি চোখ, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো না দেখার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

তথ্য-৪

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ .

অনুবাদ: আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে কতই না নিদর্শন (উদাহরণ/শিক্ষনীয় বিষয়) উপস্থিত আছে, তারা এ সবের উপর দিয়ে চলাচল করে কিন্তু তারা এ সবকে উপেক্ষা করে। (সূরা ইউসুফ/১২ : ১০৫)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে বলা হয়েছে- আকাশ ও পৃথিবীতে যে পথ দিয়ে মানুষ চলাচল করে তার চতুর্দিকে কুরআন জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যার সহায়ক বহু উদাহরণ রয়েছে কিন্তু মানুষ সেগুলোকে উপেক্ষা করে। অর্থাৎ মানুষ ঐ উদাহরণকে জ্ঞান অর্জন এবং কুরআনকে ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য কাজে লাগায় না।

তথ্য-৫

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ . وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ .

অনুবাদ: আর দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য বহু নিদর্শন (উদাহরণ/ শিক্ষনীয় বিষয়) রয়েছে পৃথিবীতে। আর তোমাদের নিজের (শরীরের) মধ্যে। তোমরা কি দেখোনা?(আয যারিয়াত/৫১ : ২০, ২১)

ব্যাখ্যা : বর্তমানে 'দেখা' বলতে বুঝায়- খালি চোখ, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা
আয়াতদু'খানির শিক্ষা হলো পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে-

১. দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য
২. দৃঢ়বিশ্বাসী হতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য
৩. কোটি সঠিক নয়র
৪. বলা কঠিন

আয়াতদু'খানি থেকে জানা যায়, দৃঢ়বিশ্বাসী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদাহরণের-

১. অধিকাংশ আছে মানব শরীরের বাইরের পৃথিবীতে
২. অধিকাংশ আছে মানব শরীরের ভিতরে
৩. অর্ধেক আছে মানব শরীরের ভিতরে এবং অর্ধেক আছে মানব শরীরের বাইরের পৃথিবীতে
৪. বলা কঠিন

২১নং আয়াখানির শেষে- খালি চোখ, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানব শরীরের মধ্যের ও বাইরের পৃথিবীর উদাহরণ না দেখার জন্য মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে।

যে বিষয়ের উদাহরণ কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য সবচেয়ে বেশী কার্যকর হয়

কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য সবচেয়ে বেশী কার্যকর উদাহরণ হলো- চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

(আল বাকারা/২ : ১৭৪)

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা, আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় (লাভ) করে (সামান্য ওজরের কারণে কুরআনের বিষয় গোপন করে), তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (ছোট-খাটো গুনাহও মাফ করবেন না)। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ সবচেয়ে বেশী কার্যকর' তথ্যটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ-

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

- 'বিষয়বস্তু' অভিন্ন হওয়ার দৃষ্টিকোণ

কুরআনের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো- 'মানুষ'

তাই, কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে- মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, ধর্মীয় ও পারলৌকিক জীবন ইত্যাদি এবং মানুষের embryology, anatomy, physiology, psychology, intellectuality, sex, behavior, need, aging process, food, exercise, disease, treatment, limitations. আর কুরআনে যে সকল আমল (কাজ) মানুষকে পালন করতে বলা হয়েছে তা বলা হয়েছে মানুষের- anatomy, physiology, psychology, intellectuality, sex, behavior, need, aging process, limitations ইত্যাদি দিকে খেয়াল রেখে।

এ তথ্যের প্রমাণ-

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

অনুবাদ: আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যেরে অতিরিক্ত (বোঝা) চাপিয়ে দেননা। (আল বাকারা/২ : ২৮৬)

অন্যদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞান আলোচনা করে- মানুষের embryology, anatomy, physiology, phycology, intellectuality, sex, behavior, need, aging process, food, exercise, disease, treatment, limitations ইত্যাদি নিয়ে। তাই Common sense এর আলোকে সহজে বলা যায়- কুরআন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের নীতিমালা ও তথ্যের মধ্যে ব্যাপক মিল থাকবে। আর তাই, একটির নীতিমালা ও তথ্য জানা থাকলে অন্যটির নীতিমালা ও তথ্য বুঝা সহজ হয়

দৃষ্টিকোণ-২

- ❑ ব্যক্তি মানুষের সরাসরিভাবে কল্যাণকর হওয়ার দৃষ্টিকোণ

চিকিৎসা বিজ্ঞান মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণের সাথে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত
তাই, অন্য উদাহরণের চেয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ মানুষ-

- বেশী মনযোগ দিয়ে শুনে
- জানতে চায়

দৃষ্টিকোণ-৩

- ❑ অন্য বিজ্ঞানের কল্যাণ উপভোগ করতে পারার দৃষ্টিকোণ

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল
তাই অন্য বিজ্ঞানের কল্যাণ উপভোগ করতে হলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োজন।

দৃষ্টিকোণ-৪

- ❑ কিছু না কিছু জ্ঞান থাকার দৃষ্টিকোণ

কোনটি সঠিক? নিজের, পরিবারের বা বন্ধু-বান্ধবদের জন্য জীবনে একবারও চিকিৎসকের নিকট যেতে হয়নি এমন মানুষ পৃথিবীতে-
১. আছে ২. অবশ্যই নেই ৩. নেই ৪. বলা কঠিন

কোনটি সঠিক? সকল মানুষের চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছু না কিছু জ্ঞান বা উপলব্ধি-
১. আছে ২. অবশ্যই আছে ৩. নেই ৪. বলা কঠিন

তাই, অন্য উদাহরণের চেয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে

কোনটি সঠিক? এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে Common sense- এর আলোকে সহজে বলা যায়, অন্য উদাহরণের তুলনায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য-
১. সবচেয়ে বেশী কার্যকর ২. কম কার্যকর ৩. সমান কার্যকর ৪. বলা কঠিন

আল কুরআন
তথ্য-১.১

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ ۙ

অনুবাদ: আর আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আছে (মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগের) চিকিৎসা এবং বিশ্বাসীদের জন্য রহমত। (বনী ইসরাইল/১৭ : ৮২)

তথ্য-১.২

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ: হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের মনে যা আছে তার (মনোরোগের) চিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। (সূরা ইউনুস/১০ : ৫৭)

তথ্য-১.৩

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ

অনুবাদ : বলো উহা (কুরআন)ঈমান আনা ব্যক্তিদের জন্য একটি পথনির্দিশিকা (Mannual) ও চিকিৎসা (Treatment) গন্থ। (হা-মিম-আস সাজদাহ/৪১ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানিতে পথনির্দিশিকা (Mannual) ও চিকিৎসা (Treatment) শব্দ দু'টি আলাদাভাবে বলা হয়েছে। পথনির্দিশিকা (গধহহঁধষ) হলো সে গন্থ যেখানে একটি যন্ত্র পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় লেখা থাকে।

তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়, আল কুরআনে উপস্থিত আছে-

১. মানুষের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক তথ্য।
২. মানুষের শারিরীক রোগ চিকিৎসার অনেক মৌলিক তথ্য।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা:

এ সকল আয়াতের মাধ্যমে সরাসরিভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে- আল কুরআনে মানুষের চিকিৎসা তথা শরীর-স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেক তথ্য আছে। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের Embryology, Anatomy, Physiology, Psychology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি সম্পর্কিত অনেকে তথ্য কুরআনে আছে। তাই, কুরআন জানা থাকলে চিকিৎসা বিজ্ঞান জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। আবার চিকিৎসা বিজ্ঞান জানা থাকলে কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করা সহজ হয়।

তথ্য-২

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

অনুবাদ: শীঘ্রই আমরা দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) তাদেরকে দেখাতে থাকবো, যতোক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য। (হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: অতীতে দেখার একমাত্র উপায় ছিল খালি চোখ। বর্তমানে যোগ হয়েছে অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র। তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে- খালি চোখ, অনুবীক্ষণ ও দুরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতোদূর যায় ততোদূর এবং মানুষের শরীর মধ্যে থাকা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে, ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কৃত হতে থাকবে। ঐ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী, যে সকল আবিষ্কারের মাধ্যমে কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় একদিন সত্য প্রমাণিত হবে তার অর্ধেক হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কার। তাই, শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকলেই কুরআনের অর্ধেক তথ্য সহজে বোঝা যায়। একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানীকে পদার্থ, রসায়ণ, সাধারণগণিত, বিজগণিত, জ্যামিতি ইত্যাদি তথা সাধারণ বিজ্ঞানের অনেক দিকেরও মূল

জ্ঞান জানতে হয়। তাই, একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানীর জন্য কুরআনের অর্ধেকের অনেক বেশী অংশের বক্তব্য বোঝা সহজ হয়।

তথ্য-৩

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

অনুবাদ: অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। (ইসলাম) আল্লাহর ফিতরাত, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো ভিন্নতা নেই। এটা স্থায়ি জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা। (আর রুম/৩০ : ৩০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানিতে প্রথমে আল্লাহ্ তা'য়ালা রাসূল (সা.) কে উদ্দেশ্য করে সকল মানুষকে একনিষ্ঠভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থার উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছেন। এরপর তিনি বলছেন- এ জীবনব্যবস্থা আল্লাহর প্রকৃতি। অর্থাৎ ইসলামী জীবনব্যবস্থা আল্লাহর প্রকৃতির সাথে সামাঞ্জস্যশীল। তারপর বলা হয়েছে- যে প্রকৃতির ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এ কথার অর্থ হলো- আল্লাহর প্রকৃতির সাথে সামাঞ্জস্যসীল করে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বীজগণিত মতে $A = B$ এবং $B = C$ হলে $A = C$
তাই আয়াতখানির এ অংশ থেকে শিক্ষা হলো- ইসলাম = আল্লাহর প্রকৃতি। আবার আল্লাহর প্রকৃতি = মানুষের প্রকৃতি । সুতরাং ইসলাম = মানুষের প্রকৃতি(ইসলাম হলো- সভাব ধর্ম)

আল্লাহর প্রকৃতির তথ্য ধারণকারী নির্ভুল গ্রন্থ হলো- আল কুরআন। আর মানুষের প্রকৃতির তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থ। তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়-

- চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকলে কুরআন বোঝা সহজ হয়
- কুরআনের জ্ঞান থাকলে চিকিৎসা বিজ্ঞান বোঝা সহজ হয়

আয়াতখানির শেষে বলা হয়েছে- আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো ভিন্নতা নেই। এটা স্থায়ি জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা

কোনটি সঠিক? আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে ভিন্নতা-
১. আছে ২. অবশ্যই আছে ৩. নেই ৪. বলা কঠিন

আয়াতখানির এ অংশের ব্যাখ্যা হলো বিভিন্ন সৃষ্টির-
১. আকার-আকৃতি, জীবন-যাপন ও পরিচালনার বিধি-বিধানের মধ্যে ছোট-বড় অনেক ভিন্নতা আছে
২. সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরিচালনার মূল নীতিমালার মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই
৩. উভয়টি সঠিক
৪. কোনটি সঠিক নয়।

যেমন-

১. সকল জীবের শরীরের ইউনিট তথা কোষের (Cell) গঠন এবং ভিতরের মূল পরিচালনা পদ্ধতির মধ্যে ব্যাপক মিল আছে

২. সকল জীবের সৃষ্টিকে 'ওহীর' মাধ্যমে জীবনের সাথে সম্পর্কিত ভুল বা সঠিক বিষয়ের ধারণা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে
৩. সকল জীবের মধ্যে রোগ প্রতিরোধের জন্মগত ব্যবস্থা আছে
৪. সকল জীবের বেঁচে থাকা ও মৃত্যু হওয়ার মৌলিক নীতিমালা একই
৫. সকল জীবেরর বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে এবং বংশবৃদ্ধির উপায়ের মৌলিক নীতিমালার মধ্যে ব্যাপক মিল আছে
৬. সকল সৃষ্টির বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য লাগে এবং ঐ খাদ্যের মৌলিক উপাদানের মধ্যে অনেক মিল আছে
৭. যে সকল সৃষ্টি দলবদ্ধভাবে (সমাজবদ্ধভাবে) জীবন-যাপন করে (মৌমাছি, মানুষ ইত্যাদি) তাদের দলবদ্ধভাবে জীবন-যাপন পদ্ধতির মধ্যে বহু মিল আছে।
৮. সকল সৃষ্টির শরীরের মূল উপাদান একই আর তা হল কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন
৯. তাই আয়াতের এ অংশের সরাসরি শিক্ষা হলো- মানুষসহ সকল সৃষ্টির- মূল সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরিচালনার মূল নীতিমালার মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই

আর তাই একটি জানা থাকলে আর একটি জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করা সহজ হয়।
আর তাই আয়াতখানির সার্বিক শিক্ষা হলো-
মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির মূল সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরিচালনার মূল নীতিমালা জানা থাকলে কুরআন জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করার নীতিমালা জানা ও বোঝা সহজ হয়।

তথ্য-৪

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ .
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ .
اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ .
اَلَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ .
عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

(আল আলাক/৯৬ : ১-৫)
অনুবাদ:

- পড়ো তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন
- যিনি আলাক থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন
- পড়ো এবং তোমার রব মহাসম্মানিত
- যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন
- (কুরআনের মাধ্যমে) মানুষকে এমন বিষয় শিখিয়েছেন যা সে আগে (জন্মগতভাবে) জানেনা।

ব্যাখ্যা: কুরআনে এ পাঁচখানি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে এবং এরপর কমপক্ষে তিন মাস কুরআন নাযিল হওয়া বন্ধ ছিল। প্রথম আয়াতখানির বিষয় অনির্দিষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতখানির বিষয় সুনির্দিষ্ট। আর তা হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভ্রূণ তত্ত্বের বিষয়। তাই দেখা যায়- চিকিৎসা বিজ্ঞানের আয়াত তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে মহান আল্লাহ কুরআনের প্রথম সুনির্দিষ্ট বিষয় হিসেবে স্থান দিয়েছেন। এ তথ্যের আলোকে সহজে বলা যায়- কুরআন চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অন্য বিজ্ঞানের তূলণায় অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানকে

11, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani (7th Floor), Insaf Barakah Hospital Complex, Moghbazar, Dhaka, Bangladesh
Phone: 88-02-9341150, Mobile: 01199-474617, E-mail: qrfbd2012@gmail.com, Web: www.qrfbd.com

অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণটিও প্রথম নাযিল হওয়া ৫খানি আয়াতের তথ্যের মধ্যে উপস্থিত আছে। আয়াত ৫খানি পর্যালোচনা করলে সে কারণটি যেভাবে বুঝা যায়- আয়াতপাঁচখানিতে কুরআনের জ্ঞান এবং কুরআনে জ্ঞান অর্জনের সাথে সম্পর্কযুক্ত অতীব সহায়ক বিষয়ের কথাই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে। সে বিষয়ের একটি হলো 'কলম'। আর অন্যটি হলো 'চিকিৎসা বিজ্ঞান'

- কোনটি সঠিক? এ ব্যাখ্যা সঠিক না হলে আল্লাহ তা'য়ালার তথ্য উপস্থাপন পদ্ধতি-
  ১. সংগতিপূর্ণ হয় ২. অসংগতিপূর্ণ হয় ৩. অবশ্যই অসংগতিপূর্ণ হয় ৪. বলা কঠিন

কারণ, প্রথম নাযিল হওয়া ৫খানি আয়াতের ১, ৩, ৪ ও ৫নং আয়াতগুলো সরাসরি জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু ২নং আয়াতখানি সম্পূর্ণ ভিন্ন তথ্য ধারণকারী (মানব ভ্রূণতত্ত্ব)

- কোনটি সঠিক? আল্লাহ তা'য়ালা অসংগতিপূর্ণ কাজ করার ত্রুটি থেকে-
  ১. মুক্ত ২. অবশ্যই মুক্ত ৩. মনে হয় মুক্ত ৪. বলা কঠিন

তাই, সহজে বলা যায়- চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান বা উদাহরণ কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সবচেয়ে বেশী সহায়ক বলেই আল্লাহ তা'য়ালা ২য় আয়াতখানি এখানে এনেছেন

আল হাদীস
হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ ... ...، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : " اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

অনুবাদ : ইমাম আবূ 'আবদুলস্নাহ আল-হাকিম আন্-নিশাপূরী (রহ.) আব্দলস্নাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাসান বিন হালীম থেকে শুনে তাঁর 'আল মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন' গন্থে লিখেছেন-
আব্দলস্নাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুলস্নাহ (স.) বলেছেন- পাঁচটি অবস্থার পূবে পাঁচটি অবস্থাকে গুরম্নত দাও। বার্ধক্যের পূবে যৌবনকে, অসুস্থতার পূবে সুস্থতাকে, দারিদের পূবে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ৰতার পূবে অবসরকে এবং মত্যুর পূবে জীবনকে।
হাকিম, আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন, হাদীস নং-৭৮৪৬।

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) যে ৫টি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে বলেছেন তার ৪টি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে ওতোপ্রতভাবে জড়িত। তাই, হাদীসখানি অনুযায়ী চিকিৎসা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান। এর প্রধান দু'টি কারণ হলো-
১. চিকিৎসা বিজ্ঞান কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য অতীব বড় এক সহায়ক বিষয়
২. স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাই অন্য বিজ্ঞানের কল্যাণ উপভোগ করতে হলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োজন।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ...عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ".

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মাক্কী বিন ইবরাহীম থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-*

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- এমন দুটি নেয়ামত রয়েছে যার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে। (সে দুটি নেয়ামত হলো) সুস্থতা ও বিশ্রাম।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-6049।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- এমন দু'টি নেয়ামত রয়েছে যার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে। সে দু'টি নেয়ামত হলো- সুস্থতা ও বিশ্রাম।

(সহীহুল বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (আল-কাহিরাহ: মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রী.), كِتَابُ الرِّقَاقِ (কোমল হওয়া অধ্যায়),بَابٌ: لاَ عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ (সত্যিকারের জীবন তো আখেরাতের জীবন পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৬৪১২, পৃ. ৭৭০)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে প্রথমে সুস্থতা ও অবসরকে নেয়ামত বলা হয়েছে। সুস্থতা চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়। তাই, হাদীসখানি অনুযায়ী চিকিৎসা বিজ্ঞান একটি নিয়ামত। হাদীসখানির আর একটি তথ্য হলো- সুস্থতা ও অবসর নিয়ে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে। ধোঁকায় পড়ে থাকার অর্থ হলো- ভুল জানা। তাই, হাদীসখানির বক্তব্য হলো- চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে অধিকাংশ মানুষ তথা অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসক ভুলের মধ্যে আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ (চিকিৎসক ভিন্ন অন্য মানুষ) ভুলের মধ্যে আছে, এ কথাটি বলা বা বোঝাও সহজ। কিন্তু বর্তমান যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে অধিকাংশ চিকিৎসক ভুলের মধ্যে আছে তথ্যটি মেনে নেয়া কঠিন

তবে তথ্যটি সঠিক। আর এর তিনটি প্রধান প্রমাণ হলো-

- প্রমাণ-১

  চিকিৎসা বিজ্ঞান তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ হলো- কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সহজ মাধ্যম এ তথ্যটি বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সকল চিকিৎসক জানেন না।

- প্রমাণ-২

  বর্তমান যুগেও অধিকাংশ মানব রোগের কারণ (Etiology) ও নিরাময়মূলক চিকিৎসা (Curative treatment) চিকিৎসা বিজ্ঞানের আয়ত্বে আসেনি তথা চিকিৎসকরা জানেনা।

- প্রমাণ-৩

  সকল মানুষের মৃত্যুর সময় পূর্বথেকে নির্দিষ্ট করা আছে যার এক মুহূর্তও পরিবর্তন হবেনা। সাধারণ মানুষদের ন্যায় বর্তমান বিশ্বের সকল চিকিৎসকও এটি বিশ্বাস করেন।

কিন্তু কথাটি সঠিক নয়

এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য হলো- বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সময় আছে। ঐখানে পৌঁছালে (যা সাধারণত সম্ভব নয়) মানুষকে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হবে। মৃত্যুর ঐ নির্দিষ্ট শেষ সময়ের আগে, রোগ হওয়া এবং তার যথাযথ চিকিৎসা দিতে পারা বা না পারার ভিত্তিতে, প্রতিটি মূহুর্তে মানুষের মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আয়ুর শেষ সীমার ভিতরে থেকে মানুষ আয়ু বেশি পেতে পারে আবার কমও পেতে পারে। এ তথ্যটি রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ...عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ : قَالَتِ الأَعْرَابُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ : " نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ : دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ : الْهَرَمُ .

অনুবাদ : ইমাম তিরমিযি (রহ.) উসামা বিন শরীক (রা.)-এর বণনা সনদের ৪থ ব্যক্তি বিশর বিন মুয়া'জ আল-আকাদী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গন্থে লিখেছেন–

উসামা বিন শরীক (রা.) বলেন, একদিন আমি রসূল (স.) এর সাথে ছিলাম। তখন কিছু আরব এসে রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলো, 'হে আলস্নাহর রসূল! আমরা কি রোগের জন্য ঔষধ গহণ করব?' উত্তরে রসূল (স.) বললেন, 'হে আলস্নাহর বান্দারা, তোমরা ঔষধ গহণ করবে। আলস্নাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি, শুধু একটি রোগ ছাড়া।' তারা জিজ্ঞাসা করল, সেটি কী? তিনি বললেন– সেটি হলো বাধক্য।

- তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং-২০৩৮।

তাই, হাদীসখানির আলোকে বলা যায়- চিকিৎসা বিজ্ঞান কুরআন ও হাদীস জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক বড় এক সহায়ক বিষয়।

হাদীস-৩

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهاَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى يَعْرِفُ الْاِنْسَانُ رَبَّه قَالَ اِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَرَاعَى مِنْهَا مَا صَلَحَ وَاسْتَقَامَ مِنْ زَيْعٍ.

অনুবাদ : আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ কিভাবে তার রবকে চিনবে? রাসূল (সা.) বললেন, যখন সে তার নিজেকে চিনবে। অত:পর নিজের মধ্যে যা কিছু ভালো আছে তা সংরক্ষণ করবে এবং নিজেকে স্খলন থেকে দৃঢ়ভাবে বিরত রাখবে।
(আক-মাকতাবাতুশ শামেলাহ- আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্বীন, পৃ: ১৮২)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিকে কেউ কেউ সনদের (বর্ণনা ধারা) দিক থেকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু হাদীসখানির বক্তব্য বিষয় (মতন) কুরআনের সাথে ভীষণভাবে সামাঞ্জস্যশীল। রাসূল (সা.) বলেছেন- যে নিজেকে চিনবে সে তার রবকে চিনবে। রবকে চেনার মূল অর্থ হলো- কুরআন জানা ও কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝা। নিজেকে চেনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দিক হলো-

১. কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, কে সৃষ্টি করেছেন, কেন সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি জানা

২. শরীরের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি জানা । নিজেকে চেনার ১ম দিকটি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের (কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ইসলামী সাহিত্য) সাহায্য নিয়ে মানুষ জানতে পারে। কিন্তু নিজেকে চেনার ২য় দিকটি সম্পূর্ণরূপে

চিকিৎসা বিজ্ঞান জানার উপর নির্ভরশীল। তাই এ হাদীস অনুযায়ী- চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ (তথ্য/জ্ঞান) রবকে চিনা তথা কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সহায়ক।

কুরআনের অর্থ জানা ও ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী গ্রামার, অনুবাদ ও উদাহরণের গুরুত্বের সারসংক্ষেপ

১. কুরআন সরাসরি পড়ে সরল অর্থ জানতে হলে আরবী গ্রামারের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে
২. কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ বের হওয়ার পর কুরআনের সরল অর্থ জানার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে। (কারণ, অনুবাদ গ্রন্থ পড়ে কুরআনের ভালো সরল জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব)
৩. কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী গ্রামারের গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্থান নেই
৪. কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম বা উদাহরণ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয়
৫. উদাহরণের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ সবচেয়ে বেশী কার্যকর
৬. সকল মুসলিমকে কুরআনের সহীহ তিলাওয়াত শিখার চেষ্টা করতে হবে। কারণ, সালাতে কুরআন তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক।
৭. যারা জীবন- জীবিকার জন্য মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা শিখেছে তাদের কুরআন সরাসরি পড়ে অর্থ বুঝতে পারার জন্য কুরআনিক আরবী গ্রামার জানার চেষ্টা না করলে জবাবদিহি করতে হবে।

কুরআন ও হাদীস বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য বিজ্ঞানের জ্ঞানের গুরুত্বের তিনটি নমুনা

নমুনা-১

- মান ভ্রুনের বৃদ্ধির স্তর

মানব ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্য-
চিকিৎসা বিজ্ঞান এ তথ্যগুলো জানতে পেরেছে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে। আর তা জানা গেছে মাইক্রোসকোপ, আল্টাসোনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, এম আর আই ইত্যাদি আবিষ্কার হওয়ার পর।

- যন্ত্রগুলো আবিষ্কারের তারিখ
- মাইক্রোসকোপ- ১৫৯০ ইং
- আল্টাসোনোগ্রাফি- ১৯৭২ ইং
- সিটি স্ক্যান- ১৯৭৭ ইং
- এম আর আই- ১৯৭৭ ইং

এ বিষয়ে ১৪০০ বছর আগে নাযিল হওয়া কুরআনের তথ্য-
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِيْنٍ . ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَكِيْنٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق

(মু'মিনুন/২৩ : ১২-১৪)
অনুবাদ: আমি মানুষকে মাটির মৌলিক উপাদান থেকে তৈরী করেছি। পরে তাকে ফোঁটায় পরিবর্তিত করে এক সংরক্ষিত স্হানে স্হাপন করা হয়। তারপর সে ফোঁটাকে আলাকে পরিণত করা হয়। অত:পর তাকে

মুদগার আকৃতি দেয়া হয়। এরপর অস্হি সৃষ্টি করা হয়। পরে সে অস্হিকে গোশতো দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়।

মুদগাহ

নমুনা-২

- সূরা যিলযালের ৭ ও ৮ আয়াতের ব্যাখ্যা

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

সরল অনুবাদ: অত:পর কেউ অনু পরিমাণ সৎকাজ করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অনু পরিমাণ মন্দ কাজ করে থাকলে সেও তা দেখতে পাবে। (যিলযাল/৯৯: ৭, ৮)

পূর্বের ব্যাখ্যা: দুনিয়ায় কেউ অনু পরিমাণ সৎকাজ (নেক আমল) করে থাকলে পরকালে পুরস্কার পাওয়ার মাধ্যমে সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অনু পরিমাণ মন্দ কাজ (গুনাহ) করে থাকলেও শাস্তি পাওয়ার মাধ্যমে সে তা দেখতে পাবে। এ ব্যাখ্যা থেকে সিদ্ধান্ত: পরকালে কোনো মু'মিন ব্যক্তির আমলনামায় কিছু নেক আমল এবং কিছু গুনাহ থাকলে গুনাহর জন্য তাকে প্রথমে কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে তারপর নেক আমলের জন্য সে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে। আর এ আয়াতকে মু'মিন ব্যক্তির চিরকাল জাহান্নামে না থাকার পক্ষে আল কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ধরা হয়েছে আয়াত দু'খানির এ ব্যাখ্যা বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে।

(তথ্য সূত্র-আকাইদুন নাসাফীয়াহ, আল-বারাকা প্রিন্টার্স, প্রকাশক মুহাম্মাদ বিন আমিন, পৃষ্ঠা-১২৭। ইমাম নাসাফীর জন্ম ৪৬১ হিজরীতে ইরাকের নাসাফ নামক স্হানে এবং মৃত্যু ৫৩৭ হিজরীতে)।

পূর্বের যুগে ঐ ব্যাখ্যা করার কারণ: ভিডিও রেকর্ডিং সম্বন্ধে ধারণা না থাকা

আয়াত দু'খানির বর্তমান যুগের ব্যাখ্যা: ফেরেশতাগণ মানুষের সকল বিষয়ের অনু পরিমান দিকও ভিডিও বা আরো উন্নত মানের যন্ত্রের মাধ্যমে রেকর্ড করে সংরক্ষণ করছেন। ঐ রেকর্ড (VIDEO CLIPS) প্রমাণ হিসেবে দেখানোর মাধ্যমে শেষ বিচারের দিন বিচার করা হবে। তাই এ আয়াত দু'খানিতে পুরস্কার বা শাস্তির কোনো কথা বলা হয়নি। আর তাই এ আয়াত দু'খানি থেকে পরকালে মু'মিনের জাহান্নাম বা জান্নাত ভোগের মেয়াদ বের করার কোনো সুযোগ নেই।

নমুনা-২

- তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাখ্যা

... ...عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ ».

অনুবাদ: ... ...আবদুল্লাহ ইবন্ উমার (রা.) বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন- নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার তাওবা করেন করেন 'গরগরা' আসার পূর্ব পর্যন্ত। (তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং ৩৮৮০)

হাদীসখানির প্রচলিত ব্যাখ্যা

- কোনটি সঠিক? হাদীসখানির প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো-

১. তাওবা কবুল হয় মৃত্যু ঘটার পূর্বমুহুর্ত পর্যন্ত   ২. মৃত্যু এসে গেলে তাওবা কবুল হয় না

৩. কোনটি সঠিক নয় ৪. বল কঠিন

- কোনটি সঠিক? হাদীসখানির প্রচলিত শিক্ষা জানে, বিশ্বাস করে ও মানে-
১. প্রায় শতভাগ মুসলিম ২. শতভাগ মুসলিম ৩. অল্পসংখ্যক মুসলিম ৪. বলা কঠিন

কিন্তু এ ব্যাখ্যা মোটেই সঠিক নয়

এ ব্যাখ্যা- একটি জাতিকে তাদের জীবন ব্যবস্থার অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ ভুল দিকে নিয়ে গিয়েছে। আর এ কারণে ব্যক্তি ও জাতির যে ক্ষতি হয়েছে তা কল্পনা করাও অসম্ভব। আর এ ক্ষতির মূল কারণ হলো ‘গরগরা’ শব্দের ভুল ব্যাখ্যা। আর এ ভুল ব্যাখ্যা মূল কারণ হলো- মানব শরীর বিজ্ঞান না জানা।

হাদীসখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা

চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো মৃত্যুর আগে মানুষেরে জ্ঞান যখন অর্ধেক বা পুরো লোপ পায় (Semi coma or Coma) তখন গলায় লালা জমে যায়। তাই, নিশ্বাস আসা যাওয়ার সময় গলায় গরগরা শব্দ হয়। গলায় এ শব্দ আসার পর মানুষ অনেক দিন বেচে থাকতে পারে। এমনকি মেশিনের সাহায্যে মানুষকে কয়েক বছরও বাচিয়ে রাখা যায়। কিন্তু গলায় গরগরা শব্দ আসার পর, ভাল বা খারাপ কোন কাজ করার মতো জ্ঞান, বুদ্ধি বা শক্তি মানুষের থাকে না। তাই হাদীসখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে- তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় হলো মৃত্যু পূর্বে গলায় গরগরা আসার পূর্ব পর্যন্ত।

অর্থাৎ মৃত্যু আসার (আল্লাহর পুলিশ আজরাইল আসার) এমন সময় পূর্বে- যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এমন পরিমান উপস্থিত আছে যে, সে চাইলে সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলাম সঠিকভাবে বুঝা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং অপরকে বুঝানো তৌফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলাম সঠিকভাবে বুঝা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং অপরকে বুঝানো তৌফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে
ওয়েবসাইট : www.qrfbd.org
ই-মেইল : qrfbd2012@gmail.com
সার্বিক যোগাযোগ
০১৯৪৪-৪১১৫৫৯(আইটি), ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭(দাওয়াহ)